CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-208 ■ 29 April, 2026 ■ আগরতলা ২৯ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ১৫ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রকৃতির রুদ্ররূপে লন্ডভন্ড রাজ্য

"মঙ্গলের সকালে ঘুম থেকে উঠেই আকাশের গুমরা মুখ দেখে অনেকেই আঁচ করেছিলেন, ঝড়ের ঝাপ্টা হাড়হিম করে তুলবে। হলোও ঠিক তাই। বেলা কিছুটা গড়াতেই মানুষ যখন অফিসমুখো হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখনই ঝড়ো হওয়া এবং সাথে মুষলধারে বৃষ্টি নিমিষের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তকে লন্ডভন্ড করে দিল। আজ রাজধানী শহর ডুবেছে জলে, ভেঙ্গে পড়েছে গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি, বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবা। এরই মধ্যে আবহাওয়া বিভাগ লাল সতর্কতা জারি করে মানুষের চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।"

ঝড় ও ভারী বৃষ্টিতে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, দুই সহস্রাধিক বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল ।। রাজ্যজুড়ে কালবৈশাখী ঝড় ও ভারী বৃষ্টির তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির চিত্র উঠে এসেছে। দৈনিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত রিপোর্ট অনুযায়ী, ২৮ এপ্রিল রাত পর্যন্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় মোট ২,০৩৭টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে ১১২টি, গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত ৩২৯টি এবং আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১,৫৮৮টি বাড়ি।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ৮টি জেলার সকল মহকুমাতেই ঝড়-বৃষ্টির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঝড়ের ফলে বহু জায়গায় গাছ উপড়ে পড়ে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। বিদ্যুৎ খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিদ্যুৎ পরিষেবাও ব্যাহত হয়েছে। মোট ১২৯টি বিদ্যুৎ খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়াও একাধিক স্থানে রাস্তাও গাছ ভেঙে আটকে পড়ার ঘটনা ঘটেছে, যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দ্রুত সেগুলি পরিষ্কার করা হয়েছে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোনো ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টিতে ডুবল স্মার্ট সিটি, শহরে হাঁটু জল, জনদুর্ভোগ চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল ।। মাত্র ঘণ্টাখানেকের টানা ভারী বর্ষণেই কার্যত জলমগ্ন হয়ে পড়ল আগরতলা শহর। শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম সড়ক হাঁটু জলে ডুবে যাওয়ায় নিত্যদিনের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

সকালের বৃষ্টির জেরে অফিসগামী মানুষ, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং ব্যবসায়ীদের চরম ভোগান্তির ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ঝড়-বৃষ্টিতে ক্ষয়ক্ষতি প্রশাসন তৎপর সহায়তার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল ।। প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির দাপটে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সাধারণ মানুষের বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা শাসকরা ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বলে সামাজিক মাধ্যমে জানান মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

তিনি লেখেন, পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা শাসকরা ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় ও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস লাল সতর্কতা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল ।। ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় আগামী তিনদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়ো হাওয়া ও ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। কিছু জেলায় ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামীকাল খোয়াই ও পশ্চিম জেলায় এক বা দুই স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়ো হাওয়ার গতি ৬০—৮০ কিমি/ঘণ্টা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। পাশাপাশি ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ৫০—৬০ কিমি/ঘণ্টা বেগে ঝড়ো হাওয়া এবং ৭—২০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

তেমনি, ৩০ এপ্রিল এবং ১ মে সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়ো হাওয়া (৫০—৬০ কিমি/ঘণ্টা) বয়ে যেতে পারে। উত্তর, উনকোটি, ধলাই, খোয়াই ও পশ্চিম জেলায় ৭—২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বাড়ির ওপর ভেঙে পড়ল বিশাল গাছ, গুরুতর মা ও ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল ।। প্রবল বৃষ্টি ও ঝড়ের দাপটে বাড়ির ওপর বিশালাকার শাল গাছ ভেঙে পড়ে গুরুতর জখম হলেন মা ও ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে উদয়পুরের মুড়াপাড়া শান্ত্রীজি কলোনি এলাকায় মঙ্গলবার।

জানা গেছে, ভারী বৃষ্টিপাতের সময় আচমকাই একটি বড় শাল গাছ তাদের বসতবাড়ির ওপর ভেঙে পড়ে। এতে বাড়ির ভেতরেই চাপা পড়েন মা ও ছেলে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল কর্মীরা এবং রক্তাক্ত অবস্থায় দু'জনকে উদ্ধার করে।

আহতদের প্রথমে টেপানিয়া অবস্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গ : দ্বিতীয় দফায় ভোটে ৩.২ কোটিরও বেশি ভোটার, লড়াইয়ে ১,৪৪৮ প্রার্থী

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস) ।। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা চূড়ান্ত পর্বের ভোটগ্রহণের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত। আগামী ২৯ এপ্রিল রাজ্যের ছয়টি জেলা ও রাজধানী কলকাতার অন্তর্গত মোট ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে। ভোটগ্রহণের জন্য ইতিমধ্যেই ইভিএম, ভিভিপ্যাটসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে ভোটকর্মীরা নিজ নিজ কেন্দ্রে পৌঁছে গিয়েছেন।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এই ১৪২টি কেন্দ্রে মোট নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ৩,২১,৭৩,৮৩৭, যা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলির মোট জনসংখ্যা ৫,০০,১৩,৭৮৬-এর প্রায় ৬৪ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১,৬৪,৩৫,৬২৭, মহিলা ভোটার ১,৫৭,৩৭,৪১৮ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৭৯২ জন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর জানিয়েছে, সব ভোটারদেরই ইলেক্টরস ফটো আইডেন্টিটি কার্ড (এপিক) প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ১০০ বছর বা তার বেশি বয়সী ভোটারের সংখ্যা ৩,২৪৩ এবং ৮৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ভোটার রয়েছেন ১,৯৬,৮০১ জন। এছাড়া ১৪৬ জন এনআরআই ভোটার এবং ৩৯,৯৬১ জন সার্ভিস ভোটার রয়েছেন। এই পর্বে মোট ১,৪৪৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী ১,২২৮ জন এবং মহিলা প্রার্থী ২২০ জন। তৃতীয় লিঙ্গের কোনও প্রার্থী নেই। মোট ১৪২টি কেন্দ্রের মধ্যে ১০৭টি সাধারণ শ্রেণির, ৩৪টি তফসিলি জাতি (এসসি) এবং একটি তফসিলি উপজাতি (এসটি) সংরক্ষিত।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় কেন্দ্রে সর্বাধিক ১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, অন্যদিকে হুগলি জেলায় সর্বনিম্ন পাঁচজন প্রার্থী রয়েছে। কলকাতা ছাড়াও যেসব জেলায় ভোটগ্রহণ হবে, সেগুলি হল নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা এবং হাওড়া।

আয়তনের বিচারে কলকাতার জোড়াসাঁকো কেন্দ্র সবচেয়ে ছোট (৩.৪৮ বর্গ কিমি), আর নদিয়ার কল্যাণী কেন্দ্র সবচেয়ে বড় (১৩৫ বর্গ কিমি)। উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়া কেন্দ্রে সর্বনিম্ন ১,১৭,১৯৫ জন ভোটার রয়েছে, আর হুগলির চুঁচুড়া কেন্দ্রে সর্বাধিক ২,৭৫,৭১৫ জন ভোটার। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

রেশন ব্যবস্থায় অনিয়মের অভিযোগে ১০ ডিলারকে শোকজ জরিমানা আদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ এপ্রিল ।। বিলোনিয়া মহকুমায় ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলিতে একাধিক অনিয়মের অভিযোগে প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ। ওজনে কারচুপি, অনিয়মিত পরিষেবা এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে হয়রানির অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মহকুমার বিভিন্ন এলাকার ১০ জন রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিস জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে জরিমানাও আদায় করা হয়েছে।

মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, নিহার নগর, রাঙামুড়া, সুকান্ত নগর, মতাই, ঘোষখামার ও ডিমাতলী এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই অনিয়মগুলি ধরা পড়ে। অভিযানে গিয়ে বেশ কিছু ডিলার অনিয়মের যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। এছাড়াও বিলোনিয়া শহরের কালিনগর মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি পেট্রোলিয়াম এজেন্সি প্রয়োজনীয় লাইসেন্স জমা না দেওয়ায় সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত মহকুমা খাদ্য নিয়ামক মলয় চৌধুরী জানান, সাধারণ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ঝুলন্ত বৈদ্যুতিক তারে শর্ট সার্কিট, পুড়ল মালবাহী ট্রাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৮ এপ্রিল।। অবহেলায় ঝুলে থাকা বৈদ্যুতিক তারের জেরে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটল কমলপুর শহর সংলগ্ন মায়াছড়ি এলাকার রামদুর্লবপুর টি-ইস্টেটে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি মালবাহী ট্রাক বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে আগুনে পুড়ে যায়। ঘটনায় প্রায় ৪ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ট্রাকটি ফ্যাক্টরির উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে ফুলছড়ি থেকে মায়াছড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ঝুলে থাকা বৈদ্যুতিক তারে স্পর্শ করে। সঙ্গে সঙ্গেই শর্ট সার্কিট হয়ে ট্রাকে আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ট্রাকভর্তি মালামালে, ফলে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়।

খবর পেয়ে দমকল বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। দীর্ঘ সময়ের চেষ্টার পর অবশেষে রাত প্রায় ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

টি-ইস্টেট কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, নতুন রাস্তা নির্মাণের ফলে রাস্তার উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই ঝুলন্ত বৈদ্যুতিক তারের সমস্যা তৈরি হয়েছে। প্রায় দুই মাস আগে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে লিখিতভাবে জানানো হলেও কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই অবহেলার ফলেই এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি তাদের।

এলাকাবাসীর আশঙ্কা, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

গরু চুরি ও পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে বিলোনিয়ায় জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ এপ্রিল।। দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমার ঝরঝরি এলাকায় গরু চুরি ও পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী মঙ্গলবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে এলাকায় ধারাবাহিকভাবে চুরির ঘটনা বেড়ে চলেছে, বিশেষ করে গরু চুরির ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ পুলিশ এসব ঘটনার কোনও কার্যকর সমাধান করতে পারছে না বলে দাবি তাদের। এর ফলে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় ভুগছেন এলাকাবাসী।

বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে দাবি করেন, চুরি রোধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। কিছু বিক্ষুব্ধ নাগরিক এমনও অভিযোগ তোলেন যে, পুলিশের একাংশের সঙ্গে চোরচক্রের যোগসাজশ থাকতে পারে। যদিও এই অভিযোগের কোনও ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 29-04-2026, 00:11

জাগরণ আগরতলা, ২৯ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
১৫ বৈশাখ, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

ইতিবাচক মানসিকতাই সুস্বাস্থ্যের বার্তাবাহক

সবাই ভীষণ ব্যস্ত। ব্যস্ত কারণ আমরা সকলেই বেশি বেশি উপার্জন করিয়া ভীষণ ভালো থাকিতে চাই। এই করিতে গিয়া একসময় আমরা সামাজিক সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলি। আরও বড় জটিলতা হইল, ব্যস্ততার বাইরে, রোজকার কাজের বাইরে যেটুকু সময় থাকে, সেই সময়টাতেও আমরা তাতণিক আনন্দ লাভের জন্য মাথা গলাইয়া দিই সোশ্যাল মিডিয়ার ছত্রছায়ায়। অল্প সময়ের জন্য সন্তুষ্টি হয়তো লাভ হয়, তবে হৃদয়ের নিকটে থাকা মানুষগুলি শরীরের কাছে থাকিলেও কখন যেন তাহাদের সঙ্গে ‘দূরত্ব বাড়ে, যোগাযোগ নিভে যায়।’ অথচ মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের সঙ্গই তাহার মূল আনন্দের উৎস। সামাজিক যোগাযোগের অভাবে একসময় তাই কমিয়া আসে আনন্দ। তাই সামনে থেকে দেখা যাইবে, ছোঁয়া যাইবে এমন আত্মীয়স্বজন, বন্ধবান্ধবের সঙ্গে দেখা করা, সময় কাটানোর মতো কাজ যদি আমরা বন্ধ করিয়া দিই তাহা হইলে ভালো থাকিবার সত্যিকারের বোধটাই মিলিবে না! অতএব বন্ধুবান্ধব এরসঙ্গে মিলিয়া বেড়াইতে যান। ঘুরিঢয়া আসুন। আনন্দ করুন। মন থেকে দূর করুন সমস্ত রকম নেতিবাচকতা।নেতিবাচক চিন্তার আবার তিনটি ভাগ নিজের সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা। পরিবেশ নিয়া নেতিবাচক চিন্তা। ভবিষ্যত নিয়া নেতিবাচক চিন্তা।নিজের সম্পর্কে যখন কোনও ব্যক্তি হীনমন্যতায় ভোগেন তখন তিনি জীবনে নানা দিক দিয়া সফল হওয়ার পরেও কোনও একটি ব্যর্থতাকেই তিনি বড় করিয়া দেখিতে থাকেন। আসলে সোশ্যাল মিডিয়ার মিথ্যে প্রচারের যুগে এই অবসাদের অন্ধকূপে আছড়ে পড়িবার ভুল আমরা বার বার করি। তাহা কেমন? তিনজনের মধ্যে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হইল! সন্তান তৃতীয় স্থান দখল করিয়াছে! তাহাতে কী? সামাজিক মাধ্যমে বাবা-মা খুব করিয়া প্রচার করিলেন ‘ মাই চাইল্ড সিকিওরড দি পজিশন অফ সেকেন্ড রানার আপ ইন দ্য সিট অ্যান্ড ড্র কমপিটিশন!’ সঙ্গে সঙ্গে পাইয়া গেলেন একশোটি লাইক, দুশোটি কমেন্ট, তিনশোটি শেয়ার। তাই দেখিয়া আর এক বাবা তাঁহার সন্তানকে অযথা বকা দিলেন। অতএব বোঝাই যাইতেছে এই মেকি ও কৃত্রিম সামাজিক মাধ্যম পরিবৃত অবস্থায় আমরা যখন থাকি, তখন অন্যের সাফল্য দর্শনে আমরা পরশ্রীকাতর হই ও ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া নিজের অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া যাই। ক্রমশ তৈরি হইতে থাকে অবসাদ। সুতরাং প্রথমেই দূর করুন অন্তরের হীনমন্যতা। পারিপার্শকি পরিবেশ নিয়াও হইতে হইবে ইতিবাচক। কেউ সাহায্য করিল না মানেই সবাই ভালো আছে, শুধু আমিই অন্ধকারে রহিয়ছি! এই ভাবনা বাদ দিয়া নিজের দিকে তাকান। অতীতে কী কী কাজ সফলভাবে করিয়াছেন, আগামীতেও কী কী করিতে পারেন তাহা বোঝার চেষ্টা করুন। দেখিবেন ইতিবাচক কিছু না কিছু খুঁজিয়া পাইতেছেন। নেতিবাচক ভাবনা আসে ভবিষ্যত নিয়াও। মুহূর্তের ব্যর্থতা মানিয়া নিতে কষ্ট হয়। নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন অনেকে। অফিস কর্মী ভাবেন চাকরি গেল! ছাত্রছাত্রীরা ভাবে পরীক্ষার ফলাফলে ব্যর্থতা কিংবা প্রেমজ সম্পর্কে ইতি মানে জীবনটাই বৃথা! এই নেতিবাচকতার সঙ্গে লড়িতে দরকার ব্যালেন্সের। তাহা গড়িয়া তোলা যায় প্রতিদিন বাবা-মা, সন্তান, প্রিয়জনের সঙ্গে মনের কথা বলিয়া, তাহাদের সঙ্গে সময় কাটাইয়া। এছাড়া করিতে হইবে অন্তত আধঘন্টা এক্সারসাইজ! তাহাতে ধৈর্য্য বাড়িবে। কোথাও বেড়াইতে গিয়া আমরা তাড়াহুড়ো করিতে ভুলিয়া যাই, সময় দিই প্রকৃতিকে, অকিঞ্চিত ঘাসফুলও তখন যেমন মায়াময় মনে হয় ঠিক তেমনভাবে উপভোগ করিতে হইবে বর্তমান জীবনকে। ক্ষুদ্র সুন্দর বিষয়গুলির প্রতি তাই দৃকপাত করুন। তখন আর কোনও ফোন নয়, টেলিভিশন নয়, শরীর ও মনের কাছাকাছি থাকিবে কেবল দু’টি মন বা পরিবার। মন পূর্ণ হইয়া থাকিবে ইতিবাচক ভাবনায়।

ভারত ও নিউজিল্যান্ড এক নতুন অর্থনৈতিক বলয়ে প্রবেশ করল জনগণের জন্য একটি উভয়-জয়ী চুক্তি

রাজেশ আগরওয়াল

আধুনিক অর্থনৈতিক ইতিহাসের দীর্ঘ সময় জুড়ে বাণিজ্যের মূল যুক্তিটি ছিল অত্যন্ত সরল: তুলনামূলক সুবিধা। এই ব্যবস্থাটি বেশ ভালোভাবেই কাজ করেছিলযতদিন না এটি অকার্যকর হয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের পুনর্গঠনজনিত ধারাবাহিক বিঘ্ন বা অস্থিরতার মুখে, বাণিজ্য চুক্তির বিন্যাস বা জ্যামিতি এখন নতুন করে ভাবা হচ্ছে। সমমনা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর কাছে এখন প্রশ্নটি আর এমন নয় যে তারা একে অপরের সাথে একীভূত হবে কি না; বরং প্রশ্নটি হলোতারা কতটা গভীরভাবে এবং কতটা দ্রুতগতিতে এই একীভূতকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলা ভারত এখন ক্রমশ পূর্বমুখী হচ্ছেআর এবার তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে ‘ইন্দো-প্যাসিফিক’ অঞ্চলের দিকে। তারা এমন সব অংশীদার বা মিত্র খুঁজছে, যারা অর্থনৈতিক সংহতি এবং নিজ জনগণের সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত পোষণ করে। আর নিউজিল্যান্ডের মাঝেই ভারত ঠিক তেমনই একটি অংশীদারকে খুঁজে পেয়েছে।

এই সম্পর্কটি গড়ে উঠতে দীর্ঘ সময় লেগেছে এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এর পরিধি কেবল বাণিজ্যের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয়। এই সম্পর্কের মূলে রয়েছে মানুষনিউজিল্যান্ডে বসবাসরত প্রায় ৩ লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ (যা দেশটির মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫ শতাংশ)। এই বিশাল জনগোষ্ঠী ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে এমন একটি সেতুবন্ধন তৈরি করেছে, যা অর্থনৈতিক সম্পর্কের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বন্ধনকেও সমানভাবে সুদৃঢ় করে তোলে। তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, দুই দেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক পণ্য বাণিজ্য যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছেতা ইতিমধ্যেই পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি বা বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করছে; আর এই পরিসংখ্যানটিই মূলত বাণিজ্যের গতিবেগ বৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করছে। একইভাবে, সেবা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ক্রিকেট-পাগল এই দুটি দেশের পারস্পরিক নৈকট্য বা মিলন কেবলই একটি রোমাঞ্চকর বিষয় নয়, বরং এটি এমন একটি অংশীদারিত্বের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত, যার কার্যক্রম ইতিমধ্যেই পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে।

প্রতিযোগীউৎপাদন কেন্দ্রগুলোর মধ্যকার বাণিজ্য চুক্তির বিপরীতে, ভারত ও নিউজিল্যান্ডের এই অংশীদারিত্বের মূল শক্তি নিহিত রয়েছে এর অন্তর্নিহিত ‘পরস্পর-পরিপূরকতার’ মধ্যে। ভারতের রয়েছে বিশাল পরিসর বা ব্যাপ্তি: ১.৪ বিলিয়নজনসংখ্যা, দ্রুত বিকাশমান এক মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং বিশ্বমানের ডিজিটাল ও সেবা-খাত বিষয়ক অবকাঠামো। অন্যদিকে, নিউজিল্যান্ডের বিশেষত্ব বা দক্ষতা নিহিত রয়েছে সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে: উচ্চ-প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা এবং বিশেষায়িতউৎপাদন প্রযুক্তি। এই পারস্পরিক পরিপূরক তাই সম্মিলিতভাবে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার এই অংশীদারিত্বের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

উন্নত বাজার প্রবেশাধিকার

এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি স্বচ্ছতা এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসহ একটি ভারসাম্যকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। ভারত দুগ্ধজাত পণ্য, বেশিরভাগপশুজাত পণ্য, শাকসবজি, চিনি, কৃত্রিম মধু, চর্বি ও তেল, অস্ত্র ও গোলাবারুদ, তামা এবং অ্যালুমিনিয়ামের সামগ্রীর মতো সংবেদনশীল পণ্যগুলিকে বাদ দিয়েছে। ভারতীয় রপ্তানির শতভাগের উপর শুল্ক বিলোপযা একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রতিবন্ধকতা ছিল, তা দূর করেছে: প্রধান শুল্ক পণ্যগুলিতে ১০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক। এই যুগান্তকারী পদক্ষেপটি উচ্চ-প্রবৃদ্ধির স্বয়ংচালিত এবং প্রকৌশল শিল্পের পাশাপাশি বস্ত্র, পোশাক, চামড়া, সিরামিক এবং কার্পেটের মতো শ্রম-নিবিড় খাতগুলিকে তাৎক্ষণিক প্রতিযোগিতামূলক প্রেরণা জোগায়। ভারতের বস্ত্র ও পোশাক রপ্তানি, যা বিশ্বব্যাপী ইতিমধ্যেই বাড়ছে, এখন শূন্য-শুল্ক প্রবেশাধিকারসহ নিউজিল্যান্ডের এমন একটি বাজারে প্রবেশ করছে যেখানে প্রতি বছর প্রায় ১.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের এই ধরনের পণ্য আমদানি করা হয়। প্রকৌশল রপ্তানি, যা বিশ্বব্যাপী ১১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে, এমন একটি বাজারে অনুরূপ গতি লাভ করছে যেখানে ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের প্রকৌশল পণ্য আমদানি করা হয়। চামড়া, ঔষধ, সামুদ্রিক পণ্য এবং প্লাস্টিকপ্রতিটি খাত যা পূর্বে শুল্ক দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিলএখন বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির সুযোগ পেয়েছে।

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে বৈচিত্র্যকরণ ও পরিধি বৃদ্ধি

এই চুক্তিটি উভয় দেশকে তাদের প্রচলিত বাজার থেকে সরে এসে বাণিজ্যে বৈচিত্র্য আনতে সাহায্য করে। একদিকে, এটি ভারতকে সম্পদ-নিবিড় উন্নত অর্থনীতি নিউজিল্যান্ডে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা দেয়, অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডের সংস্থাগুলির জন্য এটি কেবল ১.৪৬ বিলিয়ন মানুষের সমন্বয়ে গঠিত বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল ভারতীয় বাজারেই নয়, বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতিতেও প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করে। অধিকন্তু, এটি নিউজিল্যান্ডকে চীনের উপর তার রপ্তানি নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করে, যা দেশটির পণ্য রপ্তানির ২৮ শতাংশ-এরও বেশি এবং এর আমদানি সরবরাহ শৃঙ্খলে স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করে। ভারত এখন কেবল একটি উন্নত অর্থনীতিতেই নয়, বরং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের একটি বৃহত্তর আঞ্চলিক ইকোসিস্টেমেও প্রবেশাধিকার পেয়েছে। এটি ভারতীয় রপ্তানিকারকদের জন্য পূর্বাভাসযোগ্যতা এবং পরিধির সাথে কাজ করা সহজ করে তোলে। এটি বাজার প্রবেশের ক্ষেত্রে খণ্ডন কমায় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে ইচ্ছুক সংস্থাগুলির জন্য একটি আরও নির্বিঘ্ন পথ তৈরি করে। ভারতে বাণিজ্য-চালিত প্রবৃদ্ধি বিভিন্ন বিকল্পের সুযোগ করে দেয়। রাজ্য পর্যায়ে, ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি ব্যাপকভিত্তিক এবং কাঠামোগতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত সুবিধা দেবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা ভারতের রপ্তানি ভিত্তির ভৌগোলিকভাবে বিস্তৃত এবং খাতভিত্তিক বিশেষায়িত প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে। গুজরাটের রাসায়নিক ও রত্ন, মহারাষ্ট্রের ঔষধ ও মোটরগাড়ির যন্ত্রাংশ, তামিলনাড়ুর বস্ত্র, উত্তর প্রদেশের চামড়া ও হস্তশিল্প, পাঞ্জাবের কৃষিভিত্তিক পণ্য, কর্ণাটকের ঔষধ ও ইলেকট্রনিক্স, এবং পশ্চিমবঙ্গের চা ও প্রকৌশল পণ্যএই সব খাতই উন্নত মূল্য প্রতিযোগিতার ফলে লাভবান হবে। অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেরালার মতো উপকূলীয় অর্থনীতিগুলো সামুদ্রিক রপ্তানিতে বর্ধিত মূল্য লাভ করবে, অন্যদিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল চা, মশলা, বাঁশ এবং জৈব পণ্যের জন্য উন্নত প্রবেশাধিকার পেতে পারে। রপ্তানি এখন আরও বৈচিত্র্যময় হতে পারে।

পণ্য বাণিজ্যের ঊর্ধ্বে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি

সম্ভবত এই অংশীদারিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো এর মৌলিক ভিত্তিকৃষিতেফিরে আসা। কৃষি প্রযুক্তি একটি কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই চুক্তিটি একটি কৃষি উৎপাদনশীলতাঅংশীদারিত্বের রূপরেখা দেয় যা জ্ঞান বাণিজ্যের দিকে অগ্রসর হয়। কোল্ড-চেইনলজিস্টিকস, প্রিসিশন ফার্মিং এবং ফসল- পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় নিউজিল্যান্ডের দক্ষতা, ফলন বৃদ্ধি এবং অপচয় কমানোর ক্ষেত্রে ভারতের প্রয়োজনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিউইফল, আপেল এবং মধুর জন্য কর্মপরিকল্পনা, সেইসাথে চাষীদের জন্য সেন্টার অফ এক্সিলেন্স এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার সাথে পরিমিত বাজার প্রবেশাধিকার যুক্ত করা হয়েছে। আপেল, কিউইফল এবং মানুকা মধুর মতো পণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রিতহয়।

সৌভাগ্যবশত, বাণিজ্য উভয় দিকেই প্রবাহিত হয়। ভারত তার ৭০.০৩ শতাংশ ট্যারিফ লাইনে শুল্ক উদারীকরণ অনুমোদন করেছে এবং ২৯.৯৭ শতাংশ ট্যারিফ লাইনকে এর বাইরে রেখেছে, যা নিউজিল্যান্ডের সাথে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ৯৫ শতাংশ মূল্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। শিল্পের জন্য আমাদের মূল কাঁচামালের উপর তাৎক্ষণিক শুল্ক বিলোপ কার্যকর হবে। কাঠ এবং কাঠের মণ্ডের মতো আমদানি কাগজ, প্যাকেজিং, আসবাবপত্র এবং নির্মাণ খাতকে সহায়তা করবে। এই চুক্তিটি উল, লৌহ এবং অলৌহ ধাতুর বর্জ্য ও স্ক্র্যাপের সহ জল ভ্যতাওবাড়ায়, যা দেশীয় শিল্পকে প্রতিযোগিতামূলক হতে সহায়তা করবে। এগুলোই উৎপাদনের সহায়ক উপাদান। এগুলোর খরচ কমিয়ে চুক্তিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে: এটি ভারতীয় উৎপাদন খাতের প্রতিযোগিতার ভিত্তি পরিবর্তন করে দেয়।

নিউজিল্যান্ডের জন্য হিসাবটা ভিন্ন। ভারত হলো বিশালতার প্রতীক বৈচিত্র্যায়ন কৌশলের একটি অপরিহার্য কেন্দ্রবিন্দু, যা এমন বিপুল সুযোগ তৈরি করে যা খুব কম দেশই দিতে পারে। ৪২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি বৈদেশিকবিনিয়োগের মাধ্যমে নিউজিল্যান্ডের বৈশ্বিক উপস্থিতি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট। ভারত শুধু একটি বাজারই নয়, বরং উৎপাদন, প্রযুক্তি এবং মানবসম্পদ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি অংশীদারিত্বের প্রস্তাব দেয়। ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগপ্রতিশ্রুতিসহ এই সম্পর্কটি একটি দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত চরিত্র বহন করেযা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং লেনদেনমূলক সম্পর্ক থেকে একটি টেকসই, সুপ্রতিষ্ঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারিত্বে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।

সর্বাগ্রেনিশ্চিততা

এমন এক বিশ্বে, যেখানে নিশ্চিততা বা পূর্বাভাসযোগ্যতা খুব কমই মেলে, সেখানে এই চুক্তিটি সেই নিশ্চিত তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ারই একটি প্রচেষ্টা। এই চুক্তির পরিধি আরও সুদূরপ্রসারী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে সহযোগিতা; ভৌগোলিক নির্দেশক সংক্রান্ত ইউরোপীয় মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মেধাস্বত্ব অধিকার; ওষুধপত্রের অনুমোদনে দ্রুততর প্রক্রিয়া; এবং ডিজিটাল শুল্ক ব্যবস্থাযার ফলে পচনশীল পণ্যের ছাড়পত্র পাওয়ার সময় কমে মাত্র ২৪ ঘণ্টায় নেমে আসবে। একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তির মাধ্যমে এই বিধানগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে, এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি বৃহত্তর সহযোগিতা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। ২০২৬ সালের ২৭শে এপ্রিল, দুই দেশ এমন এক অংশীদারিত্বকেপ্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে, যা আগামী কয়েক দশক ধরে তাদের আঞ্চলিক সম্পৃক্ততারগতিপথ নির্ধারণ করবে। বাণিজ্য চুক্তির পরিভাষায়, এটি একটি সাফল্য। আর ভূ-রাজনীতির পরিভাষায়, এটি হলো একটি কৌশলগত সংহতি।

লেখক বাণিজ্য বিভাগ, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব

‘অপারেশন সিঁদুর দেখিয়েছে সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর আর নিরাপদ নয়’, এসসিও বৈঠকে বললেন রাজনাথ সিং

বিশকেক, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে কঠোর ও ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের ডাক দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। কিরগিজস্তানের বিশকেকে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা-এর প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, “অপারেশন সিঁদুর দেখিয়ে দিয়েছে যে সন্ত্রাসের কেন্দ্রগুলি আর শাস্তির বাইরে নয়।” রজনাথ সিং জোর দিয়ে বলেন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় কোনও দ্বিচারিতা বা রাজনৈতিক সমর্থনের জায়গা থাকা উচিত নয়। তিনি সতর্ক করেন, রাষ্ট্র-পৃষ্ঠপোষক সীমান্তপার সন্ত্রাসবাদ বিশ্বশান্তি ও সার্বভৌমত্বের জন্য বড় হুমকি।

তিনি বলেন, “যারা সন্ত্রাসকে আশ্রয়, সহায়তা বা প্রশ্রয় দেয়, তাদের বিরুদ্ধে এসসিও-কে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। সন্ত্রাস, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে লড়াইই আঞ্চলিক শান্তি ও সমৃদ্ধির ভিত্তি তৈরি করতে পারে।”

গত বছরের তিয়ানজিন ঘোষণা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সদস্য দেশগুলির যৌথ অবস্থানকে প্রতিফলিত করে। একইসঙ্গে তিনি বলেন, “সন্ত্রাসবাদের কোনও জাতি বা ধর্ম নেই, তাই এর বিরুদ্ধে লড়াইতেও কোনও দ্বৈত মানদণ্ড চলবে না।”

বিশ্ব পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার প্রসঙ্গ টেনে তিনি প্রশ্ন তোলেন, নতুন বিশ্বব্যবস্থার প্রয়োজন, নাকি আরও সুশৃঙ্খল বিশ্ব? তাঁর মতে, এমন একটি বিশ্বব্যবস্থা দরকার যেখানে পারস্পরিক সম্মান, সহাবস্থান ও সহমর্মিতা প্রাধান্য পাবে।

তিনি আরও বলেন, “সংলাপ ও কূটনীতির পথেই এগোতে হবে, সহিংসতার পথে নয়।” মহাত্মা গান্ধীর উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, “চোখের বদলে চোখ নিলে গোটা বিশ্ব অন্ধ হয়ে যাবে।”

ভারতের প্রাচীন দর্শন ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’-এর উল্লেখ করে রজনাথ সিং বলেন, এটি বিশ্ব ঐক্যের বার্তা দেয়। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার মাধ্যমে এসসিও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে।

বৈঠকে সদস্য দেশগুলির প্রতিনিধিরা নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রপন্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, ২০২৬ সালে এসসিও-র প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তি হতে চলেছে, যা বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে সংস্থাটির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

পরিবর্তিত সমাজ, প্রশ্নের মুখে শিক্ষা

প্রিয়াঙ্কা সাহা

বর্তমান সমাজের পরিবর্তন আমাদের গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে। যে সমাজে আমরা বড় হয়েছি, আজ সেই সমাজকে যেন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্প্রতি সমাজের এক ব্যক্তির মুখে শুনলাম- সরকারি বিদ্যালয়ের দিন নাকি শেষ। এখন আর সেখানে আগের মতো পড়াশোনা হয় না, নেই সেই আন্তরিকতা, নেই উল্লেখযোগ্য ফলাফল বা সুনাম। তবে প্রশ্ন থেকেই যায় শিক্ষা কি শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? পরিবারের সদস্যদের কি কোনো দায়িত্ব নেই সন্তানের পড়াশোনায় দিকনির্দেশনা দেওয়ার, তাদের সমস্যা বোঝার বা খোঁজ নেওয়ার? বর্তমান সময়ে অনেক অভিভাবকই কেবল সন্তানকে একাধিক টিউশন শিক্ষকের কাছে পাঠাতেই ব্যস্ত। কোথাও যেন এক ধরনের প্রতিযোগিতা চলছে- কার সন্তানের শিক্ষক সংখ্যা বেশি। কিন্তু কতজন খোঁজ নিচ্ছেন শিক্ষার প্রকৃত মান কেমন? আজকের সমাজে উন্নত শিক্ষা ও প্রতিযোগিতার নামে “অ্যাডভান্স” নোট ও কোচিংয়ের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ এমনকি অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করছেন, যাতে সন্তানদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি কমাতে পারেন বিশেষত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। অথচ খুব কম মানুষই সরকারি বিদ্যালয়ের পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা, সুযোগ- সুবিধা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করেন। যারা আজ আরামকেদারায় বসে সমালোচনা করছেন, তারা কি কখনও সমাজের উন্নয়নে, বিশেষ করে আনুমানিক ৪,৮০০টি বিদ্যালয় এবং প্রায় ২০টি কলেজের অগ্রগতির জন্য বাস্তবিক কোনো উদ্যোগ নিয়েছেন? যদি উপরের পরিসংখ্যানগুলিতে কোনো ত্রুটি থাকে, তবে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। সমাজের এই পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আমাদের আরও কিছু বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করা জরুরি। প্রথমত, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কী এ প্রশ্নটি আজ অনেকটাই আড়ালে চলে গেছে। শিক্ষা কি শুধুমাত্র পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য, নাকি একজন মানুষকে নৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক গুণাবলিতে সমৃদ্ধ করার জন্য? বর্তমান বাস্তবতায় দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষাকে কেবলমাত্র নম্বরের প্রতিযোগিতায় সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয়ের গভীরতা বোঝার চেয়ে মুখস্থ বিদ্যার ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এখানেই পরিবার এবং বিদ্যালয়ের যৌথ ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষক যতই দক্ষ হোন না কেন, তিনি প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সমস্যা বা মানসিক অবস্থা সবসময় সমানভাবে উপলব্ধি করতে পারেন না। এই ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। সন্তান স্কুল থেকে ফিরে কী শিখল, কোন বিষয়টি বুঝতে পারল না, তার আগ্রহ কোথায় এসব বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা করা দরকার। কিন্তু বর্তমান ব্যস্ত জীবনে অনেক অভিভাবকই এই মৌলিক দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন।

অন্যদিকে, প্রযুক্তির অগ্রগতি শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেও এর কিছু নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। অনলাইন ক্লাস, ভিডিও লেকচার এবং ডিজিটাল নোটের সহজলভ্যতা শিক্ষার্থীদের সুবিধা দিয়েছে ঠিকই, তবে একই সঙ্গে তাদের স্বনির্ভর চিন্তাশক্তিকে কিছুটা কমিয়ে দিয়েছে। অনেকেই এখন নিজে পড়ে বোঝার চেয়ে প্রস্তুত করা তথ্যের ওপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। এর ফলে সৃজনশীলতা এবং বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সরকারি বিদ্যালয়গুলোর প্রসঙ্গে ফিরে আসলে দেখা যায়, এখনও বহু বিদ্যালয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক রয়েছেন, যারা সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও শিক্ষার্থীদের উন্নতির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা প্রায়ই যথাযথ স্বীকৃতি পায় না। সমাজের একটি বড় অংশ শুধুমাত্র নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরে, অথচ ইতিবাচক উদাহরণগুলো সামনে আনে না। ফলে একটি ভুল ধারণা তৈরি হয় যে সরকারি বিদ্যালয়ে আর কোনো মানসম্পন্ন শিক্ষা নেই, যা বাস্তবতার পুরোপুরি প্রতিফলন নয়।

এক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। সমালোচনা অবশ্যই প্রয়োজন, তবে তা হতে হবে গঠনমূলক। সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি সমাধানের পথও খুঁজে বের করতে হবে। যেমন- বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করা যেতে পারে। সমাজের সচেতন নাগরিক, প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মূল্যবোধের শিক্ষা। শুধুমাত্র একাডেমিক জ্ঞান অর্জনই একজন শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করে না। সততা, দায়িত্ববোধ, সহমর্মিতা এবং সামাজিক সচেতনতা-এই গুণগুলোও সমানভাবে প্রয়োজন। পরিবার এবং বিদ্যালয় উভয় ক্ষেত্রেই এই মূল্যবোধগুলো চর্চা করা উচিত। শিক্ষার্থীদের শুধু ভালো ছাত্র নয়, ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই হওয়া উচিত আমাদের মূল লক্ষ্য।

সবশেষে বলা যায়, সমাজের পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যে আমরা যদি আমাদের মূল মূল্যবোধ এবং দায়িত্ববোধ হারিয়ে ফেলি, তাহলে তা ভবিষ্যতের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। তাই শুধুমাত্র অভিযোগ বা সমালোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজ নিজ অবস্থান থেকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করা। শিক্ষা শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নয়, এটি একটি সম্মিলিত প্রক্রিয়া যেখানে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র সকলেরই সমান অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

যদি আমরা সত্যিই একটি উন্নত এবং সচেতন সমাজ গড়ে তুলতে চাই, তবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি নতুন করে দৃষ্টি দেওয়া, দায়িত্বশীল আচরণ করা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে ড. বি আর আম্বেদকরের ১৩৬তম জন্মবার্ষিকী পালন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এবং মন্ত্রী সুধাংশু দাস। ছবি নিজস্ব।

ড্রাগ চক্রের ডনদের আর নিরাপদ আশ্রয় নেই সলিম দোলার প্রত্যর্পণ নিয়ে অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): কুখ্যাত মাদক পাচারকারী সলিম দোলার প্রত্যর্পণকে বড় সাফল্য বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার তিনি বলেন, মোদি সরকারের মাদক চক্র ধ্বংসের অভিযানে এটি একটি বড় অগ্রগতি এবং 'নার্কো সিন্ডিকেট'-এর বিরুদ্ধে কেন্দ্রের 'জিরো টলারেন্স' নীতির প্রমাণ।

দাউদ ইব্রাহিমের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সলিম দোলা তুরস্কে গ্রেফতার হওয়ার পর মঙ্গলবার ভারতে প্রত্যর্পিত হয়। বিশেষ বিমানে করে তাকে নয়াদিল্লিতে আনা হয় এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এক্স-এ পোস্ট করে অমিত শাহ লেখেন, "নার্কো সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স। ভারতের নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো আজ তুরস্ক থেকে কুখ্যাত মাদক পাচারকারী মোহাম্মদ সলিম দোলাকে ফিরিয়ে এনে বড় সাফল্য অর্জন করেছে। মোদি সরকারের মাদক চক্র নির্মূলের অভিযানে আমাদের সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিক স্তরে জাল বিস্তার করেছে।"

তিনি আরও বলেন, "এখন তারা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক, কোনও জায়গাই ড্রাগ ডনদের জন্য নিরাপদ নয়।"

দোলাকে দিল্লির আর কে পুরমে নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর সদর দফতরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সেখানে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

একজন আধিকারিক জানান, ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বয়ের ফলেই দ্রুত এই প্রত্যর্পণ সম্ভব হয়েছে। প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকার মাদক চক্র পরিচালনাকারী দোলার প্রত্যর্পণ আন্ডারওয়ার্ল ও আইএসআই-সমর্থিত চক্রের উপর বড় ধাক্কা।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, দোলাকে তার ভারতীয় নেটওয়ার্ক, আন্তর্জাতিক যোগসূত্র এবং দাউদ চক্রের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এর মাধ্যমে ভারতে দাউদের মাদক সরবরাহ চক্র ভাঙার চেষ্টা করা হবে।

এর আগে দোলার ছেলে তাহের দোলাকেও প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল। পাশাপাশি দোলার ঘনিষ্ঠ সহযোগী সলিম মোহাম্মদ শেখকে দুবাই থেকে ভারতে আনা হয়েছে, যিনি বর্তমানে মুম্বই পুলিশের অ্যান্টি-নারকোটিক্স সেলের হেফাজতে রয়েছেন।

তদন্তকারী সংস্থাগুলি জানিয়েছে, দোলা নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে একাধিক মানি লন্ডারিং মামলায় তদন্ত চলছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে আন্দামান অঞ্চলে বড় মাদকবিরোধী অভিযান চালানো হয়েছে।

গোয়েন্দারা আরও জানিয়েছেন, মেক্সিকো ও মায়ানমার-ভিত্তিক চক্রগুলি ভারতে মাদক পাচারের চেষ্টা করছে। এই চক্রগুলির অর্থের একটি বড় অংশ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে সহায়তা করতে ব্যবহৃত হয় বলেও অভিযোগ।

সলিম দোলার জিজ্ঞাসাবাদ থেকে মাদক চক্র, আন্তর্জাতিক সংযোগ এবং সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলবে বলে আশা করছে তদন্তকারী সংস্থাগুলি।

সিকিমে ৪ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের সূচনা, উত্তর-পূর্বকে 'অষ্টলক্ষ্মী' বললেন মোদি

গ্যাংটক, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মঙ্গলবার সিকিমে প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। এদিন তিনি বলেন, উত্তর-পূর্ব অঞ্চল ভারতের 'অষ্টলক্ষ্মী' এবং সিকিম তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

পালজোর স্টেডিয়ামে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত কয়েক বছরে কেন্দ্র সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির পাশাপাশি 'অ্যাক্ট ফাস্ট' পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, "উত্তর-পূর্বের জন্য আমরা শুধু অ্যাক্ট ইস্ট নীতি নয়, অ্যাক্ট ফাস্ট পদ্ধতিও নিয়েছি। আজ স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো, শিক্ষা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকার প্রকল্পের সূচনা হয়েছে।"

সিকিমের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করে মোদি বলেন, রাজ্যটি জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। এখানে ৫০০-র বেশি প্রজাতির পাখি এবং প্রায় ৭০০ প্রজাতির প্রজাপতি দেখা যায়। উন্নত বনাঞ্চল এবং মনোরম পরিবেশের কারণে পর্যটকদের কাছে সিকিম অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, কেন্দ্র সরকার সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগের উপর জোর দিচ্ছে। সেভোক-রংপো রেল প্রকল্প দ্রুত এগোচ্ছে এবং এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো সিকিমে রেল যোগাযোগ চালু হবে।

এছাড়াও বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে গ্যাংটক পর্যন্ত প্রস্তাবিত এক্সপ্রেসওয়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি চালু হলে যাতায়াতের সময় অনেক কমে যাবে এবং পর্যটক সংখ্যা বাড়বে।

প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন, পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারগুলি সিকিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নকে অবহেলা করেছিল। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই উন্নয়নের গতি বেড়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

স্থানীয় কর্মসংস্থান বাড়াতে রাজ্যে ১,০০০টি হোমস্টে গড়ে তোলার ঘোষণা দেন মোদি। পাশাপাশি 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের মাধ্যমে সিকিমের যুব সমাজের ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশে কেন্দ্র কাজ করছে বলেও জানান তিনি।

স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রেও একাধিক নতুন প্রকল্পের সূচনা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে কেন্দ্র সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে।

এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে সিকিমের পরিকাঠামো উন্নয়ন, জনপরিষেবা বৃদ্ধি এবং দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সংযোগ আরও মজবুত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তৃণমূল শাসনে বাংলার মানুষ দুর্দশায় দাবি বিহার বিজেপি সভাপতির

পাটনা, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে কড়া আক্রমণ করলেন বিহার বিজেপি সভাপতি সঞ্জয় সারাওগি। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-র নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে রাজ্যের মানুষ দুর্দশার মধ্যে রয়েছে।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সঞ্জয় সারাওগি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সঠিকভাবেই ইঙ্গিত করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ একটি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, অনুপ্রবেশের সমস্যা জনসংখ্যার গঠন ও সম্পদের বণ্টনে প্রভাব ফেলেছে এবং এই বিষয়টি নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

তিনি আরও বলেন, প্রথম দফার ভোটে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়াতেই সেই অসন্তোষের প্রতিফলন দেখা গিয়েছে, যেখানে বিপুল সংখ্যক ভোটার অংশগ্রহণ করেছেন।

অন্যদিকে, বুধবার (২৯ এপ্রিল) রাজ্যের ১৪২টি কেন্দ্রে দ্বিতীয় ও শেষ দফার ভোটগ্রহণ হবে। এই পর্যায়ে কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি এবং পূর্ব বর্ধমানএই আটটি জেলার বিভিন্ন আসনে ভোট হবে। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব-কে নিয়েও কটাক্ষ করেন সারাওগি। তিনি বলেন, "বিহারের মানুষ তাঁকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন তিনি কখনও কেরল, কখনও পশ্চিমবঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।" পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশ ক্যাডারের আইপিএস অফিসার অজয় পাল শর্মা-র নিয়োগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ীই এই ধরনের অবজার্ভার নিয়োগ করা হয়।

তিনি জানান, "নির্বাচনের সময় কমিশন বিভিন্ন রাজ্য থেকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে। কোনও অপরাধমূলক কার্যকলাপ বা ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" উল্লেখ্য, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে অজয় পাল শর্মাকে নিয়োগ করেছে, যিনি কঠোর পুলিশি কাজের জন্য পরিচিত।

আইনশৃঙ্খলা, সন্দেশখালি ও আরজি কর ইস্যুতেই ভোটের লড়াই বুধবার রায় দেবে বাংলা

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সন্দেশখালি কাণ্ড এবং কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ধর্ষণ-খুনের ঘটনা বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে। বুধবার এই সব ইস্যুতেই জনতার রায় নির্ধারিত হবে।

বিরোধী দলগুলি গত ১৫ বছরের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস শাসনকালে নারী নির্যাতন, হিংসা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ তুলে এই ঘটনাগুলিকে সামনে এনে প্রচার চালিয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজ্যের ২৯৪টি আসনের মধ্যে ১৫২টিতে ইতিমধ্যেই ২৩ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হয়েছে। বাকি আসনগুলিতে বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোট হবে।

কলকাতার ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রযার মধ্যে আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল অবস্থিত কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্রও রয়েছেএই দফায় ভোটের আওতায়। পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি-তেও ভোটগ্রহণ হবে।

২০২৪ সালের জানুয়ারিতে সন্দেশখালিতে রেশন দুর্নীতি তদন্তে গিয়ে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনা সামনে আসে। ওই ঘটনার পর স্থানীয় নেতা শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ ওঠে এবং পরবর্তীতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর বহু মহিলা যৌন শোষণ ও অত্যাচারের অভিযোগ তোলায় বিষয়টি রাজ্য ও জাতীয় রাজনীতিতে বড় ইস্যু হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে, ২০২৪ সালের অগস্টে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে এক চিকিৎসক ইন্টার্নের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দেশজুড়ে তীব্র প্রতিবাদ হয়। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। এই ঘটনার নির্যাতিতার মা এবারের নির্বাচনে পানিহাটি কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হওয়ায় বিষয়টি আরও রাজনৈতিক গুরুত্ব পেয়েছে।

এই ঘটনাগুলিকে সামনে রেখে বিরোধীরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। যদিও শাসকদল অভিযোগ করেছে, বিষয়গুলি রাজনৈতিক ভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আগামী ৪ মে ভোটগণনার দিনে পানিহাটি, কাশীপুর-বেলগাছিয়া এবং সন্দেশখালিসহ সমস্ত কেন্দ্রের চূড়ান্ত ফলাফল জানা যাবে।

উন্নয়ন ও জাতীয় নিরাপত্তায় কেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে কাজ করছে সিকিম: মুখ্যমন্ত্রী তামাং

গ্যাংটক, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): উন্নয়ন এবং জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে কাজ করছে সিকিম সরকার এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। মঙ্গলবার তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে সিকিমের ৫০তম রাজ্যত্ব দিবসের সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তামাং বলেন, ব্যস্ত সময়সূচির মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী সিকিম সফরে এসে একাধিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন, যা রাজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি জানান, সিকিমে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত হচ্ছে। "আমরা কেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি। যৌথ সহযোগিতায় বহু প্রকল্প এগিয়ে চলছে," বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সিকিমের ভৌগোলিক অবস্থানের কথা উল্লেখ করে তামাং বলেন, জাতীয় নিরাপত্তা রাজ্যের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। এই বিষয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় আরও জোরদার করা হয়েছে।

'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে সিকিমও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। "প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভারতের স্বপ্ন পূরণে সিকিমও অর্থবহ অবদান রাখবে," বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর এই সফরে কোনও স্মারকলিপি দেওয়া হয়নি বলেও জানান তামাং। তিনি বলেন, রাজ্যের ৩২ জন বিধায়ক একসঙ্গে দিল্লিতে গিয়ে উন্নয়ন সংক্রান্ত দাবি তুলে ধরবেন।

উল্লেখ্য, এদিন প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দেশের 'অষ্টলক্ষ্মী' বলে উল্লেখ করেন।

অজয় পাল শর্মার বাংলা ভোটে ভূমিকা ঘিরে বিতর্ক, এসপি'র 'বিজেপির এজেন্ট' অভিযোগ

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী দায়িত্বে আইপিএস অফিসার অজয় পাল শর্মাকে পুলিশ অবজার্ভার হিসেবে নিয়োগ ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। সমাজবাদী পার্টি (এসপি) তাঁকে "বিজেপির এজেন্ট" বলে অভিযোগ করেছে।

এসপি মুখপাত্র আশুতোষ বর্মা আইএএনএস-কে জানান, শর্মার অতীত রেকর্ড নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে। তাঁর কথায়, "অজয় পাল শর্মা নিজেকে 'সিংহম' বলে দাবি করেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় রিল বানান। তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় ১৫০টি এনকাউন্টার সংক্রান্ত মামলা রয়েছে।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, উত্তরপ্রদেশে আইপিএস পোস্টিং নিয়ে আর্থিক লেনদেনের কথাও শোনা গিয়েছিল। "এত গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া হল?" প্রশ্ন তোলেন বর্মা।

এসপি প্রধান অখিলেশ যাদবও এক্স-এ পোস্ট করে এই নিয়োগের সমালোচনা করেন। তিনি লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গে অবজার্ভারের নামে বিজেপি তাদের পরীক্ষিত এজেন্টদের পাঠিয়েছে। তবে এতে কোনও লাভ হবে না, দিদি আছেন, দিদিই থাকবেন।"

এদিকে, ফলতা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গীর খানের বিরুদ্ধে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগের প্রেক্ষিতে শর্মার একটি ভিডিও সামনে আসার পর বিতর্ক আরও তীব্র হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে শর্মা তদন্ত করেন, যদিও ওই সময় খান সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

শর্মা পরে তাঁর বাসভবনে পৌঁছে দেখেন সেখানে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ১৪ জন কর্মী মোতায়েন রয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ সুপার জানান, জাহাঙ্গীর খানকে 'ওয়াই' ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে, যেখানে ১০ জন কর্মী থাকার কথা। অতিরিক্ত মোতায়েন নিয়ে শর্মা ব্যাখ্যা তলব করেন।

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে বিভ্রান্তি তৈরির জন্য এই ঘটনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রচার করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের তরফে কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। তবে এই ইস্যু ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর ক্রমশ বাড়ছে।

হালিশহরে তৃণমূল কর্মীকে গুলি ভোটের আগে উত্তেজনা চরমে

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহরে তৃণমূল কংগ্রেসের এক কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বাইকে করে আসা দুষ্কৃতীরা সোমবার রাতে এই হামলা চালায় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গুলিবিদ্ধ তৃণমূল কর্মী প্রসেনজিৎ মৌলিক ওরফে রাজা গুরুতর জখম হন। তাঁকে কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যেখানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। দ্বিতীয় দফার ভোটের ঠিক আগে এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা তুঙ্গে।

তৃণমূল কংগ্রেস সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলেছে। অন্যদিকে বিজেপি সেই অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা দাবি করেছে, এটি তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলও হতে পারে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হালিশহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মিশ্রি পুকুর রোডে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রসেনজিৎ মৌলিক। সেই সময় মুখোশ পরা দুষ্কৃতীরা বাইকে এসে তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর তিন রাউন্ড গুলি চালায়। একটি গুলি তাঁর পেটে লাগে, বাকি দুটি তাঁর পকেটে থাকা মোবাইল ফোনে লাগে।

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

ঘটনার পর এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিজপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুবোধ অধিকারী দাবি করেছেন, "পরাজয়ের ভয়ে বিজেপি এই হামলা চালিয়েছে।" তবে বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস বলেন, "এলাকার দুষ্কৃতীরা তৃণমূল সমর্থক। ঘটনাটি তাদের নিজেদের দ্বন্দ্বের ফলও হতে পারে।"

উল্লেখ্য, বুধবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ও শেষ দফায় ১৪২টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। ভোটগণনা হবে ৪ মে।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে নিরাপত্তা চেক এড়াতে গাড়ির ধাক্কা, পাটনায় আহত ২; উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

পাটনা, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর সফরের আগে বড়সড় নিরাপত্তা উদ্বেগ তৈরি হল পাটনায়। পুলিশি নাকা চেকিং এড়িয়ে পালাতে গিয়ে একটি দ্রুতগতির গাড়ি দু'জনকে ধাক্কা মারে। পরিত্যক্ত গাড়ি থেকে দুটি পিস্তল ও ১৫ রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ঘটনাটি সোমবার গভীর রাতে বিহটার রঘোপুর গ্রামে ঘটে। স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। উত্তেজিত জনতা গাড়িটিতে ভাঙচুর চালায়।

বিহটা থানার ওসি অমিত কুমার জানান, "গাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার হয়েছে। অভিযুক্তদের ধরতে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলছে, খুব শীঘ্রই তাদের গ্রেফতার করা হবে।"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়িটি থেকে দুটি পিস্তল, ১৫টি কার্তুজ এবং তিনটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত অস্ত্রগুলি ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। গাড়ির নম্বর থেকে মালিকের পরিচয় জানা গিয়েছে এবং তাকে ধরতে অভিযান চলছে।

পুলিশের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে এলাকায় কড়া নজরদারি ও গাড়ি তল্লাশি চলছিল। সেই সময় একটি সাদা গাড়ি পুলিশের নজর এড়াতে গতি বাড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করে।

পালানোর সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজনকে ধাক্কা মারে, এতে দু'জন গুরুতর আহত হন। তাঁদের দ্রুত নিকটবর্তী একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশের সন্দেহ, এই ঘটনায় অস্ত্র পাচার চক্রের যোগ থাকতে পারে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। একই সঙ্গে বেপরোয়া গাড়ি চালানো এবং অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যবস্থা নেয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলায় ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকা ও সমিতির সমাবেশ। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ◯ হরেকরকম ◯ হরেকরকম

খলনায়ক থেকে পরিচালক অভিনয়, রাজনীতি ও সময়ের বদল নিয়ে খোলামেলা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়

বাংলা চলচ্চিত্র জগতের এক অতি পরিচিত মুখ বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়। মূলত খলনায়ক চরিত্রেই তিনি দর্শকদের সামনে নিজের সুনিপুণ অভিনয় দক্ষতার মাধ্যমে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরেছেন। মাস্তান থেকে গুন্ডা রোলের জন্য অতি দক্ষতার সঙ্গে আট থেকে আশি সকলের কাছে অতি পরিচিত মুখ বিপ্লব বাবু। উত্তম কুমার থেকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের অভিনয়ের করলেন সমালোচনাও। সম্প্রতি বর্ষিয়ান এই অভিনেতা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপচারিতায় অদিতি চট্টোপাধ্যায়।

সত্যজিৎ রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অভিনয় জীবন শুরু তারপর একে একে শত্রু, শ্রীমতি সেন, সেদিন দুজনে, তুলকালাম, কৈলাসে কেলেঙ্কারি, রক্তে লেখা, সবুজ দ্বীপের রাজা, জয় বাবা ফেলুনাথ, একের পর এক হিট ছবি। এই সাফল্যের পেছনে রহস্যটা ঠিক কী ?

সম্পূর্ণভাবে পরিচালকের কৃতিত্ব। গল্প থেকে শুরু করে ডিরেকশন তাদেরই কৃতিত্ব পাশাপাশি অভিনেতাদেরও কৃতিত্ব রয়েছে।

আপনার সময় অভিনয়ের ধরন ধারণ আর এখনকার ধরন ধারণের মধ্যে পার্থক্য ঠিক কোথায় ?

প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। আগেকার দিনে অভিনয়টা জানতেন অভিনেতারা, আর এখনকার অভিনয় না জেনেই সেটি করার প্রচেষ্টা করা হয়।

রাজ্যে ইতিমধ্যেই বিধানসভা ভোট শুরু হয়ে গিয়েছে, আপনি নিজেও একসময় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আপনি নিজেও সিপিএমের হয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখনকার রাজনীতি আর এখনকার রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য ঠিক কোথায় ?

এখন কোনও রাজনীতি বলে কিছু নেই। এখন খালি মারদাঙ্গা, যার যত বেশি টাকা আছে তা দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। সদ্য তালসারীতে শুটিং করতে গিয়ে প্রয়াত হয়েছেন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। নিরাপত্তার গাফিলতি না সঠিক পর্যবেক্ষণের অভাব ?

সকলেরই সচেতন হওয়া দরকার, যাতে সুদূর ভবিষ্যতে আর এই ধরণের ঘটনা না ঘটে। সিনেমা ওয়েব সিরিজ না ওটিপি প্ল্যাটফর্ম, কাকে বেশি এগিয়ে রাখবেন ? সিনেমা। সারা জীবনের জন্য সিনেমাকে এগিয়ে রাখবো। একজন আম নাগরিক হয়ে নতুন সরকারের কাছে আপনার প্রত্যাশা কী?

সবার হয়ে কাজ করুক।

অভিনেতা ভিলেন রাজনীতিবিদ্যা পরিচালক বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়। কাকে বেশি এগিয়ে রাখবেন ? পরিচালক বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়কে। তবে দর্শকরাই ঠিক করবেন তারা কাকে এগিয়ে রাখবেন। বাঙালির স্মরণে বরণে রবীন্দ্রনাথ। আপনি আপনার জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ঠিক কতটা মানেন ? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আছেন বলেই বেঁচে আছি, বাঙালি জাতিটা বেঁচে আছে। রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ উপন্যাস ছোট গল্প নাটক পড়া। আপনার টোটাল সিনেমার সংখ্যা কত ? প্রায় ৩০০ মত ছবিতে আমি কাজ করেছি। অবসর সময় কাটে কী ভাবে ? বই পড়ে সিনেমা দেখে। অভিনয় জীবনে পাওয়া না পাওয়ার আক্ষেপ ? পেয়েছি অনেক কিছু, আবার না পেয়েছিও অনেক কিছু। এখন যদি অফার আসে তাহলে অভিনয় করবেন? অবশ্যই অভিনয় করতে ইচ্ছুক। নাটকের চরিত্রও করতে ইচ্ছুক। পাহাড় সমুদ্র না জঙ্গল ? কোনখানে যেতে বেশি ভালো লাগে ?

পাহাড় ও জঙ্গল।

মাছে ভাতে বাঙালি না মাংস ভাত? অবশ্যই মাঝে ভাতে বাঙালি। তার সঙ্গে আলু পোস্ত বিউলির ডাল। খাসির মাংসও

খেতে খুব ভালো লাগে। উত্তম কুমার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীদের সম্পর্কে দু' চার কথা বলুন। উত্তমবাবু বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় এক প্রকার বলা যায় হাতে ধরে শিখিয়েছেন। অনেক কিছু শিখেছি ওনার কাছ থেকে। আর সৌমিত্রদা তো অন্য জগতের মানুষ। বিভিন্ন বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁর কাছ থেকে শিখেছি। দু'জনেই এক কথায় খুব ভালো মানুষ ছিলেন।

ছুটি

প্রীতম সিংহ

বাস থেকে নেমে হরেন মাস্টার দেখলেন, স্টেশনটা আগের মতোই আছে। সেই ভাঙা চায়ের দোকান, টিকিট ঘরের পাশে নিমগাছ, আর প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় মরচে ধরা লোহার বেঞ্চটা। শুধু মানুষগুলো বদলে গেছে। তিনদিনের ছুটি পেয়েছেন তিনি। সাতাশ বছর পর। শেষবার যখন এসেছিলেন, বাবার শ্রাদ্ধে। এবার এসেছেন মায়ের কাছে। মা অবশ্য আর ডাকেন না। তিন মাস হলো বিছানায় পড়ে আছেন, কথা বন্ধ।

বাড়ির গেট খুলতেই ক্যাঁচ করে শব্দ হলো। উঠোনে সেই পুরনো তুলসী মঞ্চ, কিন্তু তুলসী গাছটা নেই। শুকিয়ে মরে গেছে। দাওয়ায় পা দিতেই বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

"মাস্টার আইলা?" পাশের বাড়ির সুবলা বউদি উঁকি দিলেন। "তোর মা তো কাইল রাইত থিকা আর চোখ মেলে নাই।"

হরেন মাস্টার জুতো খুললেন না। সোজা ঘরে ঢুকলেন। খাটের ওপর মা শুয়ে। গায়ের ওপর সাদা চাদর টানা। মুখটা শান্ত, যেন গভীর ঘুমে। শুধু নিঃশ্বাসের শব্দটা নেই। তিনি মায়ের পায়ের কাছে বসলেন। ছোটবেলায় জ্বর হলে এই পায়েই মাথা রেখে ঘুমোতেন। মা তখন গায়ে হাত বুলিয়ে বলতেন, "ভয় কী, আমি তো আছি।"

আজ মা নেই। আর তিনি ছুটি পেয়েছেন।

পকেট থেকে চিঠিটা বের করলেন। হেডমাস্টার লিখেছেন, "তিনদিনের ছুটি মঞ্জুর করা হইল। পারিবারিক কারণ।" পারিবারিক কারণ। কী সহজ দুটো শব্দ। বাইরে তখন স্কুল ছুটির ঘণ্টা বাজছে। পাশের প্রাইমারি স্কুলের ছেলেমেয়েরা চিৎকার করতে বাড়ি ফিরছে। হরেন মাস্টার জানালা দিয়ে তাকালেন। সাতাশ বছর আগে তিনিও এমন ছুটির জন্য ছটফট করতেন।

এখন ছুটি পেয়েছেন। কিন্তু যাওয়ার জায়গা নেই।

মায়ের বালিশের নিচে হাত দিলেন। একটা ছোট কৌটো। খুলে দেখলেন, তার চাকরির প্রথম মাসের মাইনের টাকায় কেনা কানের দুল। মা একবারও পরেননি। বলেছিলেন, "তুই বড় চাকরি পাইলে সেদিন পরব।"

হরেন মাস্টার আজও প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারই রয়ে গেছেন। বড় চাকরি আর হয়নি। সন্ধ্যা নামছে। শাঁখের আওয়াজ আসছে না। এ বাড়িতে শাঁখ বাজানোর মানুষটাই তো চলে গেল।

তিনদিনের ছুটি। তারপর আবার ইস্কুল, খাতা দেখা, বেতের বদলে এখন শুধু ধমক। শুধু রাতে ঘুমানোর আগে কেউ আর বলবে না, "খাইছস বাবা?" ছুটি শেষ হলে তিনি ফিরে যাবেন। খালি হাতে, খালি ঘরে। এই ছুটিটাই ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় ছুটিমায়ের কাছ থেকে, চিরকালের জন্য।

ডায়েবেটিস রোগীদের জন্য ভালো কোনটা জিরে না মৌরির জল

সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে এক গ্লাস 'মৌরি ভেজানো জল' না কি 'জিরে ভেজানো জল'? ডায়াবেটিস বা রক্তে শর্করার সমস্যায় ভুগছেন এমন মানুষদের মাথায় এই প্রশ্ন প্রায়শই ঘোরাফেরা করে। দুই মশলা ছাড়াই বাঙালির হেঁশেল অসম্পূর্ণ। কিন্তু যখন লড়াইটা ইনসুলিন আর গ্লুকোজের মাত্রার, তখন কে এগিয়ে? ২০২৬ সালের সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য রিপোর্ট বলছে, বিশ্বজুড়ে প্রায় ৫৪ কোটি মানুষ এখন ডায়াবেটিসের কবলে। এই বিশাল জনসংখ্যার একটা বড় অংশই এখন ওষুধের পাশাপাশি ঝুঁকছেন প্রাকৃতিক উপায়ে সমাধানের দিকে।

জিরে জল জিরে কিন্তু এখন শুধু ডালের সম্বরা নয়, একে মেটাবলিজমের 'পাওয়ার হাউস' বলা চলে। গবেষণাগারের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, জিরের মধ্যে থাকা 'থাইমোকুইনোন' এবং 'কিউমিনালডিহাইড' নামের দুটি যৌগ সরাসরি অগ্ন্যাশয় বা প্যানক্রিয়াসকে সজাগ করে তোলে। এর ফলে শরীর প্রাকৃতিক নিয়মেই বেশি ইনসুলিন তৈরি করতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, জিরে শরীরের কোষগুলোর ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। সহজ কথায়, আপনার শরীরে যেটুকু ইনসুলিন আছে, তাকেই আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করে জিরে। যারা 'ফাস্টিং ব্লাড সুগার' বা দীর্ঘমেয়াদি শর্করার গড় কমাতে চাইছেন, তাদের জন্য জিরে জল এক কথায় অব্যর্থ দাওয়াই। এটি রক্তে কার্বোহাইড্রেট ভাঙার গতিও ধীর করে দেয়, ফলে খাওয়ার পর হুট করে সুগার বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। মৌরি জল— মৌরি পেট ঠাণ্ডা করে। কিন্তু রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকাটা একটু অন্যরকম। মৌরি সরাসরি ইনসুলিন না বাড়িয়ে কাজ করে পরোক্ষভাবে। এটি শরীরের 'ইনফ্লামেশন' বা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ কমায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের পেছনে একটা বড় কারণ হল এই প্রদাহ। মৌরিতে থাকা 'অ্যানেথোল' হজম ক্ষমতা বাড়ায় এবং শরীরের টক্সিন বার করে দিতে সাহায্য করে। সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, মৌরি জল আপনার ঘনঘন মিষ্টি খাওয়ার বা অসময়ে খিদের প্রবণতা কমিয়ে দেয়। ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকলে ডায়াবেটিস সামলানো অনেক সহজ হয়ে যায়। তাই যাদের সুগার বেড়ে যাওয়ার পেছনে হজমের গোলমাল বা অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস দায়ী, তাদের জন্য মৌরি জলই সেরা বিকল্প।

যুক্তি এবং গবেষণার পাল্লায় ভারী কে? সরাসরি রক্তে শর্করার মাত্রা এবং তিন মাসের গড় বা ছত্নঙ১ত্ব কমাতে চাইলে জিরে জল বর্তমানে অনেক বেশি কার্যকর বলে প্রমাণিত। এটি সরাসরি মেটাবলিক পাথওয়েতে আঘাত করে। অন্যদিকে, গরমকালের তপ্ত দিনে বা যাদের অ্যাসিডিটির সমস্যা রয়েছে, তাদের জন্য মৌরি জল অনেক বেশি আরামদায়ক।

কখন কোনটি খাবেন?

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। সকালে খালি পেটে মেটাবলিজম চাঙ্গা করতে 'জিরে জল' পান করুন। আর সারাদিনের ক্লান্তি কাটাতে বা ভারী খাবারের পর রক্তে শর্করার 'স্পাইক' রুখতে চুমুক দিন 'মৌরি জলে'। মনে রাখবেন, ঋতুভেদেও বদল আনা জরুরি। কড়া গরমে মৌরি যেমন শরীর ঠান্ডা রাখবে, তেমনই বর্ষা বা শীতে জিরে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে। তবে আগে নিজের শরীরের ধরণ বুঝে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে ভুলবেন না।

ওজন অনুযায়ী কী ভাবে সাজাবেন ডায়েট?

ভেতো বাঙালি। সঙ্গে মাছ-ডাল- তরকারিও থাকে। তাও যেন শরীর-স্বাস্থ্য নেই। কেউ ভোগে ওবেসিটিতে, আবার কারও শরীরে পুষ্টির অভাব। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের (আই সি এম আর) তথ্য অনুযায়ী, ৫৬.৪ শতাংশ ভারতীয়ই সঠিক ডায়েট মেনে চলেন না। যার জেরে নানা ধরনের লাইফস্টাইল ডিজিজ জাঁকিয়ে বসে।

বেশিরভাগ মানুষ ক্যালোরির পরিমাণ কমানোর উপর জোর দেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের দেহে প্রোটিনের ঘাটতি থাকে। যদিও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সুষম আহার জরুরি। যেখানে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল সব থাকবে। তবে প্রোটিনের উপর জোর না দিলে সমস্যা বাড়বে।

আপনার শরীরে কতটা প্রোটিন দরকার, তা নির্ভর করে আপনার বয়স, লিঙ্গ এবং আপনি কতটা কায়িক পরিশ্রম করেন, তার উপর। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্কের প্রতি কেজি ওজনে ০.৮ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন। আবার যাঁরা ভারী শরীরচর্চা করেন, কিংবা কায়িক পরিশ্রম বেশি করেন, তাঁরা প্রতি কেজি ওজন পিছু ১.৩ গ্রাম থেকে ১.৬ গ্রাম প্রোটিন খেতে পারেন। ধরুন শরীরের ওজন ৭০ কিলো, সেখানে দিনে প্রায় ৫৬ গ্রাম প্রোটিন দরকার। যদি নিয়মিত ব্যায়াম করেন তা হলে ৭০ কেজি ওজনে প্রায় ৮৪---১৪০ গ্রাম পর্যন্ত প্রোটিন খেতে পারেন।

রোজের পাতে ৮০ গ্রাম প্রোটিন রাখবেন কী ভাবে, রইল টিপস ব্রেকফাস্টে যা কিছু রাখতে পারেন দুধ বা দইয়ের সঙ্গে ওটস মিশিয়ে খেতে পারেন। তাতে যোগ করুন মধু, চিয়া সিডস এবং আমন্ড। এতে প্রায় ২০---২৫ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়।

লাঞ্চে রাখুন এগুলো

১ বাটি ভাত, দই, ১০০ গ্রাম পনির, ১৫০ গ্রাম ডাল এবং সব্জির তরকারি। এতে ২৫—২৭ গ্রাম প্রোটিন প্রোটিন ঢুকবে। ভাতের সঙ্গে ১২০-১৫০ গ্রাম চিকেন যোগ করলেই দৈনিক চাহিদার ৩৫ গ্রাম প্রোটিন পূরণ হয়ে যাবে।

বিকেলের স্ন্যাকস

বিকালে প্রোটিন শেক খেতে পারেন। পনির, ছোলা ভাজা, মাখানার মতো খাবারও খাওয়া যায়। এতে প্রায় ২০ গ্রাম প্রোটিন ঢুকবে দেহে।

ডিনারে যে সব খাবার রাখবেন আটার রুটি, ডাল, পনিরের তকারি রাখতে পারেন। পনির ও ডালের বদলে চিকেনও রাখতে পারেন।

এই ডায়েট প্ল্যানের জেরে শরীরে ৮০ গ্রাম প্রোটিন পৌঁছবে। তবে রোজ একই খাবার খাওয়া সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে খাদ্যতালিকায় ওটস, কিনোয়া, ডালিয়া, মাছ, মাংস, ডিম, পনির, বিভিন্ন ধরনের ডাল ইত্যাদি খাবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাখতে পারেন।

কোলোন পরিষ্কার করুন ৮ উপায়ে

আমাদের শরীরের অধিকাংশ রোগের মূলে রয়েছে অপরিষ্কার কোলোন। মলাশয়ে টক্সিন জমলে কেবল গ্যাস-অম্বলই নয়, প্রভাব পড়ে মানসিক স্বাস্থ্যেও। দামি ওষুধের বদলে রান্নাঘরের এই ৮টি উপাদান দিয়েই প্রাকৃতিক উপায়ে কোলোন পরিষ্কার রাখুন।

শরীরকে হাইড্রেটেড রাখা কোলোন পরিষ্কার করার সহজতম উপায়। প্রতিদিন অন্তত ৮-১০ গ্লাস জল পান করলে মল নরম হয় এবং পরিপাকতন্ত্র থেকে টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ সহজেই বেরিয়ে যায়।

সকালে খালি পেটে এক গ্লাস হালকা গরম জলে সামান্য হিমালয়ান পিঙ্ক সল্ট বা বিট নুন মিশিয়ে খেলে পেট দ্রুত পরিষ্কার হয়। এটি কোলোনের বর্জ্য বের করতে সাহায্য করে।

শাকসবজি, ফল, ডাল এবং দানাশস্যে প্রচুর ফাইবার থাকে। ফাইবার মলের পরিমাণ বাড়ায় এবং কোলোনের ভেতরে জমে থাকা পুরনো বর্জ্য ঝরিয়ে ফেলতে ঝাড়ুর মতো কাজ করে।

দইয়ের মতো প্রোবায়োটিক খাবার কোলোনে ভালো ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়ায়। এটি হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে এবং পেটের প্রদাহ কমিয়ে কোলোন পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ লেবুর রস শরীর থেকে টক্সিন বের করে দেয়। এক গ্লাস ইষদুষ্ণ জলে লেবুর রস ও সামান্য মধু মিশিয়ে খেলে পরিপাকতন্ত্র উদ্দীপিত হয় এবং কোলোন শোধন হয়।

এতে থাকা এনজাইম এবং অ্যাসিড কোলোনের খারাপ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। এক গ্লাস হালকা গরম জলে ১-২ চামচ অ্যাপেল সিডার ভিনেগার মিশিয়ে খেলে তা প্রাকৃতিক ক্লিনজার হিসেবে কাজ করে।

আদা চা, পুদিনা চা বা গ্রিন টি হজম রস নিঃসরণে সাহায্য করে। এগুলো কোলোনের পেশিকে শিথিল করে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং শরীরকে ভেতর থেকে পরিষ্কার রাখে।

গরমে রাস্তায় বেরিয়ে কী খাবেন ডাবের জল নাকি আখের রস

রাস্তায় বেরিয়ে গলদঘর্ম অবস্থা। জল কিনে খাওয়ার বদলে ঠিক করলেন ডাবের জল কিনে খাবেন। ডাব কিনতে গিয়ে দেখলেম পাশেই বিক্রি হচ্ছে আখের রস। এ বার কোনটা ছেড়ে কোনটা খাবেন? দুই পানীয়ই পুষ্টিকর এবং শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু এই দুই পানীয় একসঙ্গে খাওয়া যায় না। তা হলে এই গরমে কাকে বেছে নেবেন? তেষ্টা পেলে কী খাবেনআখের রস নাকি ডাবের জল?

হাইড্রেশনের জন্য কোন পানীয় বেছে নেবেন?

'Sports' জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুযায়ী, ডাবের জলে পটাশিয়াম ও সোডিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইলেক্ট্রোলাইট থাকে, যা হাইড্রেটেড থাকতে সাহায্য করে। ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে যে জল ও খনিজ বেরিয়ে যায়, সেগুলোর ঘাটতি মেটায় ডাবের জল। তীব্র গরম বা কায়িক পরিশ্রমের পরে ডাবের জল খেলে শরীরে শক্তি মেলে। অন্যদিকে, আখের রসে প্রাকৃতিক শর্করা রয়েছে। এই পানীয় শরীর শক্তি জোগায়। কিন্তু ডাবের জলের মতো ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতে বিশেষ সাহায্য করে না।

আখের রস খেলে কী উপকার মেলে? আখের রসে উচ্চ সুক্রোজ থাকার কারণে রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত গতিতে বাড়ে। তাই এই পানীয় খেলে তৎক্ষণাৎ শক্তি পাওয়া যায়। গরমে অত্যধিক ক্লান্তি অনুভব করলে আখের রস খেতে পারেন। তবে এই পানীয় রোজ খাওয়া যায় না। তা হলে সুগার বাড়তে পারে।

ডাবের জলেও প্রাকৃতিক শর্করা থাকে, তবে তার পরিমাণ তুলনামূলক কম। তাই ডাবের জল নিয়মিত খেলেও রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি ভয় কম।

শরীরকে ঠান্ডা রাখতে কোন পানীয়তে চুমুক দেবেন?

ডাবের জল হোক বা আখের রস, গরমে দুই পানীয়তে চুমুক দিলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়। সতেজতা অনুভব হয়। প্রচন্ড গরমে তৃপ্তি পেলে দুই পানীয়তেই চুমুক দেওয়া যায়। তবে, পেট ঠান্ডা রাখে ডাবের জল। আবার অনেক সময়ে আখের রস খেলে পেটের সমস্যা হয়।

পুষ্টির দৌড়ে এগিয়ে কে?

ডাবের জলের মধ্যে ভিটামিন ও মিনারেল রয়েছে। শরীরে ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি তরলের মাত্রাও ধরে রাখে। মিনারেলের ঘাটতি পূরণ করে। ডায়ারিয়া, হিট স্ট্রোক, অতিরিক্ত ক্লান্তি কিংবা দুর্বলতা কাটাতে সাহায্য করে ডাবের জল। অন্যদিকে, আখের রসে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়া যায়। এটি ইমিউনিটি বাড়াতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, ২৫০ মিলিমিটার আখের রসে ক্যালোরির পরিমাণ ১৮৩। শর্করার পরিমাণ প্রায় ৫০ গ্রাম।

শেষ অবধি কাকে বেছে নেবেন?

গরমকালে হাইড্রেশনের জন্য আদর্শ ডাবের জল। এই পানীয় রোজ খাওয়া যায়। তবে কিডনির রোগীদের বুঝেশুনে ডাবের জল খেতে হবে।

গরমে এনার্জেটিক থাকার জল মাঝেমধ্যে আখের রস খেতে পারেন। ক্লান্ত হলে কাজে আসতে পারে এই পানীয়। কিন্তু রোজ

খেলে বাড়বে সুগার। তা ছাড়া ডায়াবিটিসের রোগীদের বুঝেশুনে আখের রস খাওয়া উচিত।

তবে মনে রাখতে হবে, ডাবের জল বা আখের রস জলের বিকল্প নয়। সুস্থ থাকতে গেলে আড়াই-তিন লিটার জল খেতেই হবে। তার সঙ্গে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ডাবের জল বা আখের রস খেতে পারেন।

দুই সহস্রাধিক বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত

● প্রথম পাতার পর

মৃত্যুর খবর নেই তবে ২ জন আহত হয়েছেন। কোনো গবাদি পশুর মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেনি এখন পর্যন্ত। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে একটি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে এবং খাদ্য, পানীয় জল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে। সেখানে একটি পরিবারের ৭ সদস্য আশ্রয় নিয়েছেন। এখন পর্যন্ত ১৪টি বাড়িতে ১.৪ লক্ষ টাকার সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ ও পুনর্বাসনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

মঙ্গলবার সকালে কালবৈশাখী ঝড় ও শিলাবৃষ্টির তাণ্ডবে দক্ষিণ ত্রিপুরার জোলাইবাড়ি এলাকার উত্তর জোলাইবাড়ি গ্রামে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা সামনে এসেছে। আচমকা ঝড়ে বিভিন্ন স্থানে গাছ উপড়ে পড়ে বাড়িঘর, রাস্তা ও যানবাহনের ওপর আছড়ে পড়ে, যার ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শিলাবৃষ্টির প্রভাবে একাধিক বাড়ির টিনের চাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মিঠুন বণিকের বাড়ির ছাদে শিলার আঘাতে একাধিক ছিদ্র তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, একটি বড় গাছ ভেঙে পড়ে একটি বাড়ির অংশ সম্পূর্ণভাবে দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

ঝড়ের দাপটে বহু এলাকায় বিদ্যুতের খুঁটি ও তারের ওপর গাছ পড়ায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। বিশেষ করে পশ্চিম পিলাক কলোনি বাজার এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বেশি বলে জানা গেছে। বেশ কিছু রাস্তাও অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ঘটনার পর স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, খবর দেওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি। পরে এলাকাবাসী নিজেরাই উদ্ধারকাজে নামেন। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরাও দ্রুত পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে আর্থিক সহায়তার দাবি জানানো হয়েছে। মিঠুন বণিক জানান, তাঁর বাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবং দ্রুত সহায়তা প্রয়োজন। বর্তমানে এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বিদ্যুৎ দপ্তর, পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় মানুষ একযোগে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে জেলা প্রশাসনের তরফে কত দ্রুত স্থায়ী সমাধান ও সহায়তা মেলে, এখন সেটাই দেখার।

এদিন ভোরবেলা আচমকা বয়ে যাওয়া প্রবল কালবৈশাখী ঝড়ে ত্রিপুরার চড়িলাম এলাকায় একাধিক সূর্যমুখী ফুলের বাগান ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঝড়ের তাণ্ডবে মুহূর্তের মধ্যেই লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় কৃষক চিত্তরঞ্জন মজুমদারের যত্নে গড়ে তোলা বাগান, যা গত কয়েক মাসে স্থানীয়ভাবে একটি জনপ্রিয় ক্ষুদ্র পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এই সূর্যমুখী বাগানটি শুধুমাত্র কৃষি উদ্যোগই ছিল না, বরং ধীরে ধীরে এটি পরিণত হয়েছিল একটি আকর্ষণীয় ভ্রমণস্থলে। ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এখানে আসতেন প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে। বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের কাছে এটি ছিল সেলফি তোলা, রিল তৈরি এবং পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সময় কাটানোর অন্যতম প্রিয় স্থান।

বাগান মালিক চিত্তরঞ্জন মজুমদার জানিয়েছেন, তিনি দর্শনার্থীদের জন্য মাথাপিছু ১০ টাকা প্রবেশমূল্য নির্ধারণ করেছিলেন। পাশাপাশি বড় সূর্যমুখী ফুল ১০০ টাকা এবং ছোট ফুল ৫০ টাকা দরে বিক্রি করা হতো। এই দুই উৎস মিলিয়ে প্রতিদিনই একটি উল্লেখযোগ্য আয় হতো, যা তাঁর জীবিকার প্রধান ভরসা হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সোমবার ও মঙ্গলবারের পরপর দুই দিনের কালবৈশাখী ঝড়ে সেই স্বপ্ন কার্যত ধূলিসাৎ হয়েছে। ঝড়ে ভেঙে পড়েছে ফুলের গাছ, নষ্ট হয়ে গেছে অধিকাংশ ফুল। ফলে শুধু বর্তমান ফসলই নয়, সম্ভাব্য আয়ের বড় অংশও হাতছাড়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের দাবি, যদি এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ না ঘটত, তবে তিনি আরও প্রায় ৩০ হাজার টাকার ফুল বিক্রি করতে পারতেন। এমন পরিস্থিতিতে গভীর হতাশায় ভুগছেন চিত্তরঞ্জন মজুমদার।

সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি জানান, এই বাগানই ছিল আমার আয়ের একমাত্র উৎস। ঝড়ে সব শেষ হয়ে গেছে। সরকারের কাছে আমার আবেদন, যেন উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করা হয়। স্থানীয় কৃষি মহলের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে ত্রিপুরায় কালবৈশাখীর প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়ছেন। বিশেষ করে ফুল ও সবজি চাষের মতো সংবেদনশীল ক্ষেত্রে এই ধরনের ঝড় বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ ও আর্থিক সহায়তার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

গত কয়েকদিন ধরে চলা কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমা। প্রবল দমকা হাওয়া ও ঝড়ের দাপটে প্রায় ১৪০টি বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। এখনও বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্ষতির খবর আসায় এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ঝড়ের প্রভাবে মহকুমার অন্তত ৪০টি স্থানে বড় বড় গাছ উপড়ে পড়েছে। ফলে বিদ্যুৎ পরিষেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। বহু জায়গায় বিদ্যুতের খুঁটি ও তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এখনও সংযোগ স্বাভাবিক করা যায়নি, যার ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

প্রশাসন জানিয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র জানতে তহশিলদারসহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা দ্রুত মাঠপর্যায়ে সমীক্ষা শুরু করবেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির অবস্থা খতিয়ে দেখে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করা হবে। মহকুমাশাসক জানান, ওই রিপোর্টের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি ত্রাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। পাশাপাশি, বিদ্যুৎ ও পানীয়জল পরিষেবা পুনরুদ্ধার এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কারের কাজও দ্রুতগতিতে চালানো হচ্ছে।

জরিমানা আদায়

● প্রথম পাতার পর

ভোক্তারা যাতে সঠিক পরিষেবা পান, তা নিশ্চিত করতে খাদ্য দপ্তর নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছে। তিনি বলেন, "রেশন ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও সহজলভ্য করতে আমরা উদ্যোগী হয়েছি। কোথাও অনিয়মের অভিযোগ পেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।"

তিনি আরও জানান, ওজনে কারচুপি রোধ করতে প্রতিটি রেশন দোকানে ডিজিটাল ওজন পরিমাপ যন্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে, যাতে ভোক্তারা নিজেরাই সঠিক ওজন যাচাই করতে পারেন। বর্তমানে ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলিতে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে। পিভিসি রেশন কার্ড প্রসঙ্গে তিনি জানান, ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০ শতাংশ গ্রাহকের হাতে নতুন কার্ড পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ছাপানোর কাজে কিছু বিলম্ব হওয়ায় বাকি কার্ড বিতরণে দেরি হচ্ছে, তবে খুব শীঘ্রই সকল গ্রাহকের হাতে পিভিসি কার্ড তুলে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

লড়াইয়ে ১,৪৪৮ প্রার্থী

● প্রথম পাতার পর

ভোটার সংখ্যার বিচারে ১৪২টি কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ৬টিতে ভোটার সংখ্যা ১ থেকে ১.৫ লক্ষের মধ্যে, ১৭টিতে ১.৫ থেকে ২ লক্ষ, এবং বাকি ১২০টি কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষের বেশি। এই পর্বে মোট ৪১, ০০১টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে, যার মধ্যে ৩৯,৩০১টি মূল এবং ১,৭০০টি সহায়ক ভোটকেন্দ্র।নিরাপত্তার স্বার্থে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ২,৪০৭টি কোম্পানি মোতায়েন করা হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী, ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন এবং অন্যান্য রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের বিশাল বাহিনীও মোতায়েন থাকবে।সমস্ত ভোটকেন্দ্রে ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী ৪ মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে দ্রুত উদ্ধার ও পুনর্বাসনের কাজ শুরু হয়েছে।এদিকে, তিনি আরও জানান, রাজ্য সরকার দুর্যোগ মোকাবিলায় সর্বাত্মকভাবে কাজ করছে। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে থেকে সরকার সব ধরনের সহায়তা প্রদান করতে বদ্ধপরিকর।প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

জনদুর্ভোগ চরমে

● প্রথম পাতার পর

সম্মুখীন হতে হয়েছে। শহরের বিভিন্ন বাজার এলাকা, প্রধান সড়ক এবং নিচু অঞ্চলগুলোতে জল জমে থাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। বহু জায়গায় যানজটের সৃষ্টি হয় এবং পথচারীদের জল ঠেলে চলাচল করতে দেখা যায়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যাওয়া শহরের নিকাশি ব্যবস্থার দুর্বলতাকেই সামনে নিয়ে এসেছে। 'স্মার্ট সিটি' প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নের দাবি থাকলেও বাস্তবে বর্ষা নামলেই পুরনো সমস্যাই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে বলে মত তাদের।

অন্যদিকে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী তিনদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়ো হাওয়া ও ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। কিছু জেলায় ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানানো হলেও, দ্রুত জল নিষ্কাশনের দাবি উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে।

এদিকে, আজ সকালের অল্প বৃষ্টিতেই চরম ভোগান্তির ছবি সামনে এল বামুটিয়া বিধানসভার অন্তর্গত পূর্ব গান্ধীগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সামান্য বৃষ্টিতেই গোটা এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ায় বিপাকে পড়েন সাধারণ মানুষ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার জল নিষ্কাশনের একমাত্র পথটি পঞ্চায়েত প্রধান জানকি বিশ্বাস মাটি ফেলে বন্ধ করে দিয়েছেন। যদিও দাবি করা হচ্ছে জমিটি ব্যক্তিগত, তবুও একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে বিকল্প নিকাশি ব্যবস্থা না করে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে।

অভিযোগ আরও গুরুতর হয়ে ওঠে যখন জানা যায়, জল জমে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিলেও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না প্রধান জানকি বিশ্বাস। এতে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এলাকাবাসী। এ প্রসঙ্গে বামুটিয়া মণ্ডলের সদস্য রতন দেব তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, সাধারণ মানুষের সমস্যার প্রতি প্রশাসনের উদাসীনতা দিন দিন বাড়ছে। এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, পূর্ব গান্ধীগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীর্ঘদিন ধরেই নিজের ইচ্ছামতো কাজ করে চলেছেন। বারবার অভিযোগ জানানো হলেও স্থায়ী কোনও সমাধান মেলেনি। এখন প্রশ্ন উঠছে, এই দুর্ভোগের দায় কে নেবে? কবে মিলবে স্থায়ী সমাধান? এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এবং বামুটিয়ার নেতৃত্বরা বিষয়টির দিকে নজর দিয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

অন্যদিকে, টানা দুই দিনের প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে কৈলাসহর শহরের উত্তরাংশের একাধিক এলাকা। শহরের নিম্নাঞ্চলগুলিতে হাঁটু থেকে কোমর সমান জল জমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের জনজীবন চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। শহরের রাস্তা-ঘাট, বাজার এলাকা এবং আবাসিক অঞ্চলের বহু অংশ জলের নিচে তলিয়ে যাওয়ায় নিত্যদিনের যাতায়াতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন বাসিন্দারা। অনেক এলাকায় ঘরবাড়িতেও জল ঢুকে পড়েছে বলে জানা গেছে।

এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সকালে জলমগ্ন এলাকাগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস-চেয়ারপার্সন নীতিশ দে। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি মণ্ডল সভাপতি প্রীতম ঘোষসহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা। তারা বিভিন্ন প্রভাবিত এলাকা ঘুরে দেখে স্থানীয়দের সমস্যার কথা শোনেন।পরিদর্শনকালে নীতিশ দে জানান, অতিবৃষ্টির জেরেই এই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যেই নিকাশি নালাগুলি পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়েছে এবং দ্রুত জল নামানোর জন্য পাম্পের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে বন্যার কোনো আশঙ্কা নেই। পুর কর্তৃপক্ষের তরফে আশ্বাস দেওয়া হলেও দ্রুত জল নিষ্কাশনের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

আগরতলা পুর নিগম

আগরতলা

নং F.3.C/Advt./PUB/PRO/AMC/2019 তারিখ : ২৯/০৪/২০২৬

-: পুর বিজ্ঞপ্তি :-

বুদ্ধ জয়ন্তীতে মাছ/মাংস কাটা ও বিক্রি নিষেধ

আগামী ১লা মে ২০২৬ইং শুক্রবার বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় সমস্ত রকম পশু/পাখী নিধন বা তার মাংস বিক্রী এবং মাছ কাটা ও তার বিক্রী সম্পূর্নভাবে বন্ধ থাকিবে।

অতএব সকল মাছ/ মাংস বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, ঐদিন পশু/পাখী নিধন বা মাংস/ মাছ বিক্রয় থেকে সম্পূর্নরূপে বিরত থাকার জন্য, অন্যথায় পুর নিগম আইন অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য থাকিবে।

ধন্যবাদান্তে
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

NOTIFICATION

With reference to the Employment Notification vide No.F.1(400-34)-ESTT /FWPM/2026(V-III) dated 13.03.2026, 1751 (one thousand seven hundred fifty-one) nos. candidates have applied for recruitment to the post of MPW (M&F) through online mode.

On scrutiny of the aforesaid 1751 nos. applications, it appears that, applications of 1371 (one thousand three hundred seventy-one) nos. candidates are found eligible while applications of 380(three hundred eighty) nos, candidates are found ineligible as per criteria contained in the Employment Notification.

The list of 380 nos. ineligible candidates, which is uploaded in the Departmental website (www.healthtripura.gov.in or www.healthrecruitment.tripura.gov.in) are hereby instructed to submit their following shortfall documents in the O/o the undersigned within 4(four) working days w.e.f. 30-04-2026 as per existing rules. Otherwise, their applications will be rejected & they will not be allowed to sit in the upcoming written examination.

The required documents are as follows :~~

1) Registration Certificate of ANM Course issued by the Tripura Nursing Council or Tripura State Diploma in Nursing Examination Board.

2) PRTC.

3) Age proof Certificate (Madhyamik Admit Card or Birth Certificate).

This is issued as per approval of the Secretary (H&FW) vide dated 12/03/2026.

Sd/-
I/c, Director,
Family Welfare & P.M.
Government of Tripura.

ICA/D-86/26

Notice inviting e- tender

PNIe-T-04/EE/RD/BSGD/SPJ/2026-27/ dt. 24/04/2026

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/OtherState PWD up to 3.00 P.M. on 08/05/2026 for 8 (eight) nos work. (PWD SOR 2023).
shall participate
in bidding only in online through website Eligible bidders https://tripuratenders.gov.in. Pre-Bid Conference Date: 30.04.2026 Time: 11.00 AM in the chamber of the Executive Engineer, RD Bishramganj Division. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.

(Er. Samarendra Debbarma)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

ICA/C-173/26

ভারত—নিউজিল্যান্ড এফটিএ 'উজ্জ্বল দিশারী', বললেন টড ম্যাকক্লে

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারত—নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) দুই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি "উজ্জ্বল দিশারী" হিসেবে কাজ করবে বলে জানালেন নিউজিল্যান্ডের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রী টড ম্যাকক্লে। আইএএনএস-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এই চুক্তি উভয় দেশের সাধারণ মানুষের জন্যও সুফল বয়ে আনবে।এফটিএ কবে কার্যকর হবে, সে বিষয়ে ম্যাকক্লে জানান, খুব শীঘ্রই এটি নিউজিল্যান্ডের সংসদে পেশ করা হবে এবং বছরের শেষের আগেই চুক্তি কার্যকর করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। পুরোপুরি বাস্তবায়ন হতে প্রায় সাত বছর সময় লাগবে। প্রথম দিন থেকেই ভারত থেকে নিউজিল্যান্ডে রপ্তানির উপর শুল্ক শূন্য হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে এই চুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, "একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ব্যবসার জন্য স্থিতিশীলতা ও আস্থা তৈরি করে। এটি দেখায় কীভাবে উচ্চমানের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।"কোন কোন ক্ষেত্র উপকৃত হবে, সে প্রশ্নে তিনি বলেন, প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই চুক্তির প্রভাব পড়বে। ভারত থেকে কৃষি যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক, সার ও বিভিন্ন উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি বাড়বে। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ড থেকে উচ্চমানের খাদ্যপণ্যযেমন মাংস, সামুদ্রিক খাবার ও উদ্যানজাত পণ্যভারতে আরও বেশি আসবে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বের প্রশংসা করে ম্যাকক্লে বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সন-এর দৃঢ় নেতৃত্বের ফলেই এই চুক্তি দ্রুত সম্ভব হয়েছে।"তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল আদান-প্রদান করা হবে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে উভয় দেশের ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।এছাড়া প্রধানমন্ত্রী মোদির সম্ভাব্য নিউজিল্যান্ড সফর প্রসঙ্গে ম্যাকক্লে বলেন, তাঁকে স্বাগত জানাতে তারা প্রস্তুত। তিনি উল্লেখ করেন, ভারত ও নিউজিল্যান্ডদুটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশএর মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।আইএএনএস-কে দেওয়া এই সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, দুই দেশের মধ্যে ক্রীড়া সহযোগিতার ৭০ বছর পূর্তি হয়েছে, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করেছে।

দিল্লিতে বিহারের যুবক খুন বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ তেজস্বীর

পাটনা, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): দিল্লিতে বিহারের এক যুবক খুন ও আরেকজন গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকারকে কড়া আক্রমণ করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে "বিহারি হওয়াই যেন অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে"।সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ পোস্ট করে তেজস্বী যাদব দাবি করেন, খাগাড়িয়া জেলার বাসিন্দা ২৩ বছর বয়সী পাণ্ডব কুমারকে গুলি করে খুন করা হয়েছে এবং তাঁর বন্ধু কৃষ্ণ গুরুতর আহত হয়েছেন।তিনি অভিযোগ করেন, জাতীয় রাজধানীতে বসবাসকারী বিহারের পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে কেন্দ্র। তাঁর দাবি, দিল্লির আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব যেহেতু কেন্দ্রের অধীনে, তাই এই ঘটনার জন্য বিজেপিকেই দায় নিতে হবে।তেজস্বী বলেন, "দিল্লিতে যেখানে এই ঘটনা ঘটেছে, সেখানে কাউন্সিলর থেকে শুরু করে বিধায়ক, সাংসদ, মুখ্যমন্ত্রীসব স্তরেই বিজেপির প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীও বিজেপির। তবুও বিহারিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।"তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিহারে দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে মানুষ অন্য রাজ্যে কাজের খোঁজে যেতে বাধ্য হন এবং সেখানে গিয়ে বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হন।আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তেজস্বী। তাঁর দাবি, "দিল্লি পুলিশ একজন পরিশ্রমী বিহারি যুবককে অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করে গুলি চালিয়েছে।"

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO.01-02 /EE/DWS/BLG/2026-27

The Executive Engineer, DWS Division Bishalgarh invites sealed tenders in PWD form 8(eight) for the following work:-

Sl No.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Tender Form	PWD Form No	Cost of Tender form	Date & Venue of Application	Last date of tender Form Colloction	Last date of Dropping of Tender & Venue.
1	R/Mtc. of existing DTW schemes /Hiring of vehicle (Petrol driven) Maruti Eeco for the O/O the AE, DWS, Sub-Divn Takarjala during 2026-27.(Gr.I) **(D'NIT No.01/EE/DWS/ BLG/2026-27)**	Rs. 1,84,920/-	Rs. 1849/-	6 Months	8(Eight)	Rs. 1,000/-	23/04/2026 to 30/04/2026 Upto 4.0 PM at O/O the EE,DWS Division, Bishalgarh/O/O the EE, Rig Division, Agaratala	04/05/2026 Upto 5 PM	07/05/2026 Upto 3.00 PM at O/O the EE,DWS Divn Bishalgarh/O/O the EE,Rig Divn, Agartala.
2	R/Mtc. of existing DTW scheme/ Hiring of vehicle M&M Diesel Jeep for the office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division, Sonamura during the year 2026-27 (Gr.I) **(D'NIT No.02/EE/DWS/ BLG/2026-27)**	Rs. 1,87,680/-	Rs. 1877/-	6 Months	8(Eight)	Rs. 1,000/-			

The tender forms and other details information can be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh and office of the Executive Engineer, Rig Division, Agartala.

For & on behalf of the 'Governor of Tripura'

(Er.Subir Das)
Executive Engineer,
D.W.S. Division, Bishalgarh

ICA/C-182/26

PNIeT-02/E.E/Div-IV/AMC/26-27 Date: 24/04/2026

Online single bid percentage rate e-tender are invited for the following works:-

Sl No.	Name of the Work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for docu-ment download-ing and bidding	Time and date of Opening of I Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	DNIe-T No:22/DIV-IV/AMC/25-26 Tender ID-2026_SAMC_72180_1	3,60,521	7,210	90(Ninety) Days	30/04/2026 Time 15:00 Hrs	30/04/2026 Time 16:00 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	NIe-T No:23/DIV-IV/AMC/25-26 Tender ID-2026_SAMC_72181_1	13,36,934	26,739					
3	NIe-T No:31/DIV-IV/AMC/25-26 Tender ID-2026_SAMC_72182_1	32,14,118	64,282	120(One Hundred Twenty) days				
4	NIe-T No:34/DIV-IV/AMC/25-26 Tender ID-2026_SAMC_72183_1	3,51,548	7,031					

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, PW Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour

NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratendera.gov.in at free of cost. But the bad can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e eprocurement website, by the eligible bidders

Executive Engineer
P.W. Division No-IV
Agartala Municipal Corporation

NOTICE INVITING e-TENDER (NIe-T)
PNIeT No.: 05/EE/TLM/2026-27, Dated 24/04/2026
Tripura PWD Form - 6

The Executive Engineer. Teliamura Division, PWD(R&B), Teliamura, Khowai, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', vites online percentage e-tender in single bid tendering system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered any wing of State(s) PWD or CPWD./MES / Railway[Eligibility criteria as per SECTION-2: Instructions to Bidders & Eligibility Criteria for the following work-

Sl. No.	DNIeT No.	ESTIMATED COST	BID FEE	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE DATE OF OPENING OF BID/TECHNI-CAL BID	Bid Validity
1	155/SE-II/PWD(R&B)/2026-27	₹.97,41,360.00	₹.4000.00	₹.1,94,827.00	240 days	Up to 3.00 P/M. on 04/05/2026	At 3.30 PM on 04/05/2026 (if possible)	90 (NInety) days from the due date of its opening
2	01/SE-II/PWD(R&B)/2026-27	₹.98,57862.00		₹.1,97,157.00	240 days			
3	07/SE-II/PWD(R&B)/2026-27	₹.82,31,782.00		₹.1,64,636.00	120 days			

Notes

1 All the above-mentioned online activities should be done in the e-procurement portal **https://tripuratenders.gov.in**.

2. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/- (Er. S. Dás)
Executive Engineer.
Teliamura Division, PWD(R&B).

ICA/C/177/26

মালবাহী ট্রাক

● প্রথম পাতার পর

প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠেছে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

সরকারি নিশ্চিতকরণ মেলেনি। এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা, রাতের টহল বাড়ানো এবং চুরির ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়।অবরোধের ফলে কিছুসময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করে।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলে ধীরে ধীরে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

ছেলে

● প্রথম পাতার পর

শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক আগরতলার জিবি পন্ত হাসপাতালে রেফার করেন। আহত ছেলে রবি দাসের একটি পা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা প্রায় দুই টুকরো হয়ে যায় বলে জানা গেছে। ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা প্রশাসনের কাছে দ্রুত সহায়তার দাবি জানিয়েছেন।

সতর্কতা জারি

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে ৭—১১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে।আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে সতর্কতা জারি করে বলা হয়েছে, ঝড়-বৃষ্টির সময় অপ্রয়োজনীয় বাইরে না বেরোনো, নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া এবং বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে দূরে থাকার জন্য সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করা হয়েছে। নিম্নাঞ্চলে জল জমার আশঙ্কা থাকায় প্রশাসনকেও প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাংলার দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে আপিল ট্রাইব্যুনালের দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ, যুক্ত ১,৪৬৮ নাম, বাদ ৬

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটের ঠিক একদিন আগে আপিল ট্রাইব্যুনালের দ্বিতীয় সম্পূরক ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। এই তালিকায় ১,৪৬৮ জন ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, অন্যদিকে ৬টি নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।এর আগে ২২ এপ্রিল প্রকাশিত প্রথম সম্পূরক তালিকায় মাত্র ১৩৬টি নাম যুক্ত হয়েছিল এবং ২টি নাম বাদ পড়েছিল।সুপ্রিম কোর্ট -এর নির্দেশ অনুযায়ী, আপিল ট্রাইব্যুনালে যেসব ভোটারের নাম চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে, তারা ভোটের দিন পর্যন্ত তালিকায় যুক্ত হলেও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। সেই অনুযায়ী, সদ্য যুক্ত হওয়া ১,৪৬৮ জন ভোটার বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোটে অংশ নিতে পারবেন।উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর প্রায় ৬০ লক্ষ নাম বিচারিক পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হয়েছিল। মোট ৭৩২ জন বিচারিক আধিকারিকযার মধ্যে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা থেকে আসা ১০০ জন করে আধিকারিকও ছিলেনএই প্রক্রিয়ায় অংশ নেন।এই বিচারিক প্রক্রিয়ার শেষে প্রায় ২৭ লক্ষ নাম বাদ দেওয়ার যোগ্য বলে চিহ্নিত হয়। পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই ২৭ লক্ষ মামলাকে আপিল ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হয়।বুধবার দ্বিতীয় ও শেষ দফায় রাজ্যের ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। আগামী ৪ মে ফল ঘোষণা করা হবে।

পাঞ্জাবে রেললাইনে বিস্ফোরণচেষ্টার নেপথ্যে আইএসআই-সমর্থিত জঙ্গি চক্র, গ্রেফতার ৪

চণ্ডীগড়, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): পাঞ্জাবের শম্ভু এলাকার রেললাইনে বিস্ফোরণচেষ্টার ঘটনার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বড় সাফল্য পেল পুলিশ। পাঞ্জাব পুলিশ জানিয়েছে, পাকিস্তানের আন্তঃ-সেবা গোয়েন্দা সংস্থা (আইএসআই)-সমর্থিত এক 'প্রো-খালিস্তানি' জঙ্গি চক্র ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ধৃতরা হল প্রদীপ সিং খালসা (মানসা), কুলবিন্দর সিং ওরফে বাগ্গা (বাপ্পিয়ানা, মানসা), সতনাম সিং ওরফে সত্তা (তারনতারন) এবং গুরপ্রীত সিং ওরফে গোপি (গোইন্দওয়াল বাইপাস, তারনতারন)। এদের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অপরাধের মামলা রয়েছে।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযুক্তদের কাছ থেকে একটি হ্যান্ড গ্রেনেড, দুটি .৩০ বোর পিস্তল, গুলি, অত্যাধুনিক যোগাযোগের যন্ত্র এবং ল্যাপটপ উদ্ধার হয়েছে, যেগুলির মাধ্যমে তারা বিদেশে থাকা হ্যান্ডলারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত।

পটিয়ালা রেঞ্জের ডিআইজি কুলদীপ চাহাল ও এসএসপি বরুণ শর্মা জানান, মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যেই এই জঙ্গি চক্রকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, মূল অভিযুক্ত প্রদীপ সিং খালসা মালয়েশিয়া-ভিত্তিক খালিস্তানি জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত এবং পাকিস্তান থেকে অস্ত্র সরবরাহকারীদের সঙ্গেও তার যোগ ছিল।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খালসা তরুণদের মালয়েশিয়ায় পাঠিয়ে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিত এবং পরে তাদের বিভিন্ন সন্ত্রাসমূলক কাজে নিয়োজিত করত। সে 'চলদা বহির চক্রবর্তী, আটারিয়ে' নামে একটি সংগঠনও গড়ে তুলেছিল।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, শম্ভু রেলস্টেশনের মূল লাইনে নিম্নমাত্রার আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানোর সঙ্গেও এই চক্র জড়িত ছিল। পাশাপাশি তারা ভবিষ্যতে জনপরিকাঠামো লক্ষ্য করে আরও হামলার পরিকল্পনা করছিল।

ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১১১ ধারা, বিস্ফোরক আইন, অস্ত্র আইন এবং ইউএপিএ-র একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

প্রধানমন্ত্রী আমাদের আইকন'স্বীকৃতি পেয়ে উচ্ছ্বসিত সিকিমের শিল্পীরা

গ্যাংটক, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): সিকিমের ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনের সমাপনী অনুষ্ঠানে পারফর্ম করা শিল্পীরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তাঁদের কথায়, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ও প্রশংসা তাঁদের কাছে বড় প্রেরণা।

'মিউজিক ইন মোশন ডান্স অ্যাকাডেমি'-র আর্ট ডিরেক্টর প্রবেশ তামাং বলেন, "প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়েছেনএর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। তাঁর বক্তব্য আমাদের খুব অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি আমাদের কাছে এক আইকন।"

তিনি জানান, এই পারফরম্যান্সের জন্য পুরো দল কঠোর পরিশ্রম করেছে। আগেরবার খারাপ আবহাওয়ার কারণে অনুষ্ঠান বাতিল হওয়ায় এ বার সবার আবেগও ছিল বেশি।

অন্যদিকে, 'বন্দে ভারত' ট্রেনের থিমে পারফর্ম করা দলের সদস্য মহম্মদ জামশেদ বলেন, "আমরা টানা ১০ দিন রিহার্সাল করেছি। আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আমাদের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেনএতে আমরা খুব খুশি।"

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী সিকিমের পর্যটন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন এবং সকলকে অন্তত একবার সিকিম ভ্রমণের আহ্বান জানিয়েছেন।

একজন দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র, যিনি লেপচা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, জানান তাঁদের পরিবেশনায় গারবা, লেপচা, দক্ষিণ ভারতীয়, লাবণী, বিহু, ভাংড়া ও কাশ্মীরি নৃত্যের সংমিশ্রণ ছিল।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

১৫ মে-র মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী হবেন শিবকুমার, দাবি কর্নাটক কংগ্রেস বিধায়কের

বেঙ্গালুরু, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): কর্নাটকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ নেতৃত্ব নিয়ে টানাপোড়েনের মাঝেই বড় দাবি করলেন দলের বিধায়ক ইকবাল হুসেন। তিনি বলেন, উপমুখ্যমন্ত্রী ডি. কে. শিবকুমার আগামী ১৫ মে-র মধ্যেই নিশ্চিতভাবে মুখ্যমন্ত্রী হবেন।

রামনগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইকবাল হুসেন জানান, এর আগেও তিনি দু'একবার শিবকুমারের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন। এবার তিনি নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করে বলেন, ১৫ মে-ই শিবকুমার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেবেন। উল্লেখ্য, ওই দিনই শিবকুমারের জন্মদিন।

তিনি আরও বলেন, দলের নেতা ও সাধারণ মানুষেরও ইচ্ছা শিবকুমার মুখ্যমন্ত্রী হোন এবং তাঁর নেতৃত্বে রাজ্যে উন্নয়নের কাজ এগিয়ে যাবে। এদিকে চলমান নেতৃত্ব বিতর্কের মাঝে প্রাক্তন মন্ত্রী ও কংগ্রেস বিধায়ক কে. এন. রাজান্না জানিয়েছেন, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া প্রয়োজনে পদ ছাড়তে প্রস্তুত, যদি রাহুল গান্ধী নির্দেশ দেন।

অন্যদিকে, জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা সতীশ জারকিহোলি দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বকে দ্রুত এই ইস্যুর সমাধান করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মনে করছেন, নেতৃত্ব পরিবর্তন নিয়ে চলমান আলোচনা দলীয় অস্বস্তি বাড়াচ্ছে।

সম্প্রতি দিল্লিতে গিয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে-র সঙ্গে দেখা করেন জারকিহোলি এবং মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আবেদন জানান।

একইভাবে, খাদ্য ও নাগরিক সরবরাহ মন্ত্রী কে. এইচ. মুনিয়াপ্পা-ও দিল্লিতে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের পর জানান, মে মাসের শেষের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

সব মিলিয়ে কর্নাটক কংগ্রেসে নেতৃত্ব নিয়ে জল্পনা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের।

দক্ষিণ ভারতের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কেন্দ্র, বিশাখাপত্তনমে বললেন অশ্বিনী বৈষ্ণব

বিশাখাপত্তনম, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): দক্ষিণ ভারতের উন্নয়নে এনডিএ সরকার সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। মঙ্গলবার গুগল ক্লাউড ইন্ডিয়া এআই হাবের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বিরোধীদের 'দক্ষিণের প্রতি অবিচার' সংক্রান্ত অভিযোগকে 'ভুয়ো প্রচার' বলে কটাক্ষ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু। বৈষ্ণব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তব উন্নয়ন কাজের মাধ্যমেই এই অভিযোগের জবাব দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, রেল, সড়ক, বিদ্যুৎ, বন্দর ও শিপিংসব ক্ষেত্রেই দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে ব্যাপক বিনিয়োগ হচ্ছে। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর প্রতিফলন এই উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে স্পষ্ট।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ ঘোষিত বুলেট ট্রেন প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, দক্ষিণে 'হাই-স্পিড ডায়মন্ড' রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে। এর ফলে অমরাবতী-হায়দরাবাদ যাত্রা সময় কমে ৭০ মিনিট, অমরাবতী-চেন্নাই ১১২ মিনিট এবং চেন্নাই-বেঙ্গালুরু মাত্র ৭৩ মিনিটে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

অন্ধ্রপ্রদেশে রেল প্রকল্পের বরাদ্দ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১০ বছর আগে যেখানে সম্মিলিত অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানার জন্য বরাদ্দ ছিল ৮৮৬ কোটি টাকা, এখন শুধু অন্ধ্রপ্রদেশের জন্যই বরাদ্দ হয়েছে ১০,১৩৪ কোটি টাকা।

তিনি জানান, অন্ধ্রপ্রদেশে বর্তমানে ১.০৬ লক্ষ কোটি টাকার রেল প্রকল্প চলছে। ইতিমধ্যে ৭৪টি স্টেশন পুনর্গঠন করা হচ্ছে এবং ৮৩২টি ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাস নির্মিত হয়েছে। আরও ২৯৯টি কাজ চলমান। রেলপথ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বলে জানান তিনি। রাজ্যে ১,৭৫৯ কিলোমিটার নতুন ট্র্যাক নির্মাণ হয়েছে এবং আরও ৩,৩০০ কিলোমিটার কাজ চলছে। ১০০ শতাংশ বিদ্যুতায়নও সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি আরও জানান, অন্ধ্রপ্রদেশে বর্তমানে ১৬টি বন্দে ভারত ও ২২টি অমৃত ভারত ট্রেন পরিষেবা চালু রয়েছে।

পূর্ব উপকূলীয় রেলপথের উন্নয়নের প্রসঙ্গে বৈষ্ণব বলেন, কলকাতা থেকে চেন্নাই পর্যন্ত যেখানে ডাবল লাইন রয়েছে, তা চার লাইনে উন্নীত করা হবে। এতে আরও ৫০০টি নতুন ট্রেন চালানো সম্ভব হবে এবং পণ্য পরিবহনও বাড়বে।

এছাড়া তিনি ঘোষণা করেন, আগামী ১ জুন 'সাউথ কোস্ট রেলওয়ে জোন'-এর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে, যা অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ বিভাজনের সময় বিশাখাপত্তনমকে সদর দফতর করে একটি নতুন রেল জোন গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

১ জুন থেকে চালু 'সাউথ কোস্টাল রেলওয়ে জোন', ঘোষণা অশ্বিনী বৈষ্ণবের

বিশাখাপত্তনম, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): আগামী ১ জুন থেকে 'সাউথ কোস্টাল রেলওয়ে জোন' কার্যকর হবে বলে ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি জানান, এ সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে, যা অন্ধ্রপ্রদেশে রেল প্রশাসনকে আরও শক্তিশালী করবে।

বিশাখাপত্তনমে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশে বর্তমানে প্রায় ১.০৬ লক্ষ কোটি টাকার রেল প্রকল্প চলছে এবং এবারের বাজেটে রাজ্যের জন্য রেকর্ড ১০,১৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আগে যেখানে সম্মিলিত অন্ধ্রপ্রদেশ-তেলেঙ্গানার জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৮৮৬ কোটি টাকা, সেখানে এই বৃদ্ধি তাৎপর্যপূর্ণ।

মন্ত্রী জানান, রাজ্যে ৭৪টি রেলস্টেশন পুনর্গঠন ও আধুনিকীকরণের কাজ চলছে এবং ১০০ শতাংশ রেল বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে, যা আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ।

পরিকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে ৮৩২টি ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাস নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ২৯৯টির কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই ১,৭৫৯ কিলোমিটার রেলপথ তৈরি হয়েছে এবং আরও ৩,৩০০ কিলোমিটার নির্মাণাধীন।

দক্ষিণ ভারতের জন্য প্রস্তাবিত 'হাই-স্পিড ডায়মন্ড' করিডরের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। এতে অমরাবতী-হায়দরাবাদ যাত্রা প্রায় ৭০ মিনিট, অমরাবতী-চেন্নাই ১১২ মিনিট এবং চেন্নাই-বেঙ্গালুরু ৭৩ মিনিটে সীমাবদ্ধ হবে।

তিনি আরও জানান, বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশে ১৬টি বন্দে ভারত ও ২২টি অমৃত ভারত ট্রেন পরিষেবা চালু রয়েছে, যা যাত্রী পরিষেবায় গতি ও আরাম বাড়িয়েছে।

পূর্ব উপকূল রেল করিডরকে চার লাইনে উন্নীত করার কাজও চলছে বলে জানান মন্ত্রী। এর ফলে ট্রেন চলাচলের ক্ষমতা দ্বিগুণ হবে এবং প্রায় ৫০০টি নতুন ট্রেন চালানো সম্ভব হবে।

'নাগরিক দেবো ভব': নাগরিক-কেন্দ্রিক শাসনের উপর জোর মোদির বারাণসীতে একাধিক প্রকল্প ঘোষণা

বারাণসী, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): 'নাগরিক দেবো ভব' নীতিকে সামনে রেখেই এনডিএ সরকারের কাজ চলছে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিজের সংসদীয় কেন্দ্র বারাণসী-তে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সরকারের সমস্ত নীতিনির্ধারণে নাগরিকদের স্বার্থই সর্বাগ্রে রাখা হচ্ছে।

সরকারের অগ্রাধিকারের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য পরিষেবা, সেচ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তিএই পাঁচটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করেই উন্নয়নের কাজ এগোচ্ছে। গত এক দশকে এই ক্ষেত্রগুলিতেই কাশীর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে বলে দাবি করেন তিনি। পূর্ব উত্তরপ্রদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কথা তুলে ধরে মোদি জানান, গঙ্গার উপর একটি 'সিগনেচার ব্রিজ' নির্মাণ করা হবে, যা পূর্বাঞ্চল (পূর্বাঞ্চল) অঞ্চলের সংযোগ আরও মজবুত করবে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়াবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বারাণসী এখন উত্তর ও পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে। একটি ৫০০ শয্যার সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল নির্মাণের মাধ্যমে এই পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে।এছাড়াও ১০০ শয্যার একটি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লকের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী, যা গুরুতর ও জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ক্ষমতা বাড়াবে।নগর উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, গঙ্গা পরিষ্কার রাখা, ঘাট সংস্কার, প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, বৃদ্ধাশ্রম ও মহিলা হোস্টেল তৈরির মতো উদ্যোগগুলি শহরের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতিফলন।

তিনি আরও বলেন, আধুনিকায়নের পাশাপাশি কাশীর ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণেও জোর দেওয়া হচ্ছে। "আমাদের কাশী চিরন্তন, উন্নয়নের যাত্রাও অব্যাহত," মন্তব্য করেন তিনি।শেষে নারীদের ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী এবং চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সফলতা কামনা করেন।

ইন্দোর ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় প্রায় ৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইডির

ভোপাল/ইন্দোর, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): বড় আর্থিক জালিয়াতি মামলায় কড়া পদক্ষেপ নিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ইডির ইন্দোর সাব-জোনাল অফিস প্রায় ৭.৭৬ কোটি টাকার অস্থাবর সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে।

ইডির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত ২৪ এপ্রিল মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২-এর আওতায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তিগুলি মূলত রুচি অ্যাক্রোনি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের নামে থাকা বিভিন্ন জমি, যা বর্তমানে স্টিলটেক রিসোর্সেস লিমিটেড নামে পরিচিত। এই তদন্ত শুরু হয় কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)-র ভোপাল অ্যান্টি-করাপশন শাখায় দায়ের হওয়া একটি এফআইআরের ভিত্তিতে। সংস্থাটির বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় অভিযোগ রয়েছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, সংস্থাটি ইন্দোরের ইউকো ব্যাঙ্কের সঙ্গে জালিয়াতি করে প্রায় ৫৮ কোটির বেশি টাকার ক্ষতি করেছে। অভিযোগ, ভুয়ো নথি ব্যবহার করে ঋণ ও লেটার অব ক্রেডিট নিয়ে সেই অর্থ অন্য সংস্থা ও গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

ইডির দাবি, প্রকৃত কোনও ব্যবসায়িক লেনদেন ছাড়াই এই আর্থিক লেনদেনগুলি করা হয়েছিল। পরে সেই অর্থ বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে ঘুরিয়ে শেষ পর্যন্ত জমি-সহ সম্পত্তি কেনায় ব্যবহার করা হয়, যা এখন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগেও এই মামলায় ইডি প্রায় ১০.১৫ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল। সর্বমোট বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইডি জানিয়েছে, এই আর্থিক জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সংস্থা ও লেনদেনের উপর তদন্ত এখনও চলছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মণিপুর—মায়ানমার সীমান্তে বেড়া নির্মাণ ও নিরাপত্তা জোরদারে নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

ইম্ফল, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): মণিপুর—মায়ানমার সীমান্তে নিরাপত্তা ও বেড়া নির্মাণের অগ্রগতি খতিয়ে দেখলেন মণিপুরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কন্থৌজাম গোবিন্দস সিং। মঙ্গলবার এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে তিনি সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার এবং বেড়া নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, মণিপুরের চুরাচাঁদপুর, তেংনৌপাল, চন্দেল, কামজং এবং উখরুলএই পাঁচটি জেলা মিলিয়ে প্রায় ৩৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে মিয়ানমার-এর সঙ্গে, যার বড় অংশ এখনও অরক্ষিত।

বৈঠকে সীমান্ত নিরাপত্তা শক্তিশালী করা, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং সীমান্ত এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়ন দ্রুততর করার উপর জোর দেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে শান্তি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উখরুল, তেংনৌপাল, চন্দেল ও চুরাচাঁদপুর জেলার ডেপুটি কমিশনারদের পাশাপাশি বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক, সীমান্ত সড়ক সংস্থা, বর্ডার রোডস টাস্ক ফোর্স এবং আসাম রাইফেলস-এর প্রতিনিধিরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন-ও সীমান্তে বেড়া নির্মাণের কাজ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করেন।

প্রসঙ্গত, সীমান্তবর্তী তেংনৌপাল জেলার মোরেহ এলাকায় গত বছর থেকে বেড়া নির্মাণের কাজ জোরদার করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি বর্ডার রোডস টাস্ক ফোর্সের 'প্রজেক্ট সেবক'-এর অধীনে চলছে।

উল্লেখ্য, এই দুর্গম ও অরক্ষিত সীমান্ত দিয়ে প্রায়ই মাদক পাচার, জঙ্গি অনুপ্রবেশ এবং অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপের ঘটনা ঘটে থাকে। তাই নিরাপত্তা জোরদার ও বেড়া নির্মাণ দ্রুত শেষ করার উপর জোর দিচ্ছে প্রশাসন।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী ইউমনাম খেমচাঁদ সিং জানিয়েছেন, 'ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস প্রোগ্রাম—২'-এর আওতায় সীমান্তবর্তী ১৪৩টি গ্রামের উন্নয়ন করা হবে, যেখানে পরিকাঠামো, জীবিকা ও মৌলিক পরিষেবার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

সামরিক সরঞ্জাম উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগে জোর ভারত—আর্মেনিয়া বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): সামরিক হার্ডওয়্যার উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করলেন ভারতের চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান এবং আর্মেনিয়ার চিফ অফ জেনারেল স্টাফ এডভার্ড আসরিয়ান। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে তাঁদের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, আর্মেনিয়ার সেনা প্রধান এডভার্ড আসরিয়ানকে গার্ড অফ অনার দিয়ে স্বাগত জানান জেনারেল অনিল চৌহান। বৈঠকে দুই দেশ সামরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরিতে যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে।

এই বৈঠক ভারত—আর্মেনিয়া প্রতিরক্ষা সম্পর্কের ধারাবাহিক অগ্রগতির প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে। উভয় দেশই ভবিষ্যতমুখী এবং পারস্পরিক লাভজনক কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানানো হয়েছে।

এর আগে ফেব্রুয়ারিতে জেনারেল চৌহানের নেতৃত্বে একটি ভারতীয় প্রতিরক্ষা প্রতিনিধিদল আর্মেনিয়া সফর করে। সেই সময় তাঁরা আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ান-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

সফরকালে প্রতিনিধিদল আর্মেনিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট আবিসোগোমোনিয়ান এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী সুরেন পাপিকিয়ান-এর সঙ্গেও বৈঠক করে। সেখানে আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় হয়।

এছাড়াও, জেনারেল চৌহান আর্মেনিয়ার ন্যাশনাল ডিফেন্স রিসার্চ ইউনিভার্সিটিতে ভাষণ দেন। তিনি বিশ্ব নিরাপত্তা পরিস্থিতির পরিবর্তন, প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ভূমিকা এবং আধুনিক যুদ্ধের রূপান্তর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তিনি উল্লেখ করেন, সাইবার, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার, মহাকাশ এবং কগনিটিভ ডোমেনএই নতুন ক্ষেত্রগুলিতে যুদ্ধের চরিত্র দ্রুত বদলে যাচ্ছে, যা ভবিষ্যতের সামরিক কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

মালি জুড়ে জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি-তে একাধিক জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা জানাল ভারত। একইসঙ্গে হামলায় নিহত মালি'র প্রতিরক্ষা ও প্রাক্তন সেনা বিষয়ক মন্ত্রী সাদিও কামারা-র মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছে কেন্দ্র।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "মালির বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত সন্ত্রাসবাদী হামলার আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং এই কঠিন সময়ে মালির সরকার ও জনগণের পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছি।"

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী সাদিও কামারার মৃত্যুতে ভারত আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে এবং সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

জানা গিয়েছে, শনিবার সশস্ত্র জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি মালির একাধিক শহরে সমন্বিত হামলা চালায়। রাজধানী ক্ষখদ্বখদ্দ্র-র কাছে কাটি শহরে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বাসভবনেও হামলা হয়, যেখানে তিনি ও তাঁর স্ত্রী নিহত হন।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, কাটি, সেভারে, গাও ও কিদাল-সহ বিভিন্ন সেনা ঘাঁটি এবং রাজধানী বামাকো এই হামলার নিশানায় ছিল। আহতদের মধ্যে সাধারণ নাগরিক ও সেনাকর্মী রয়েছেন, যাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মালির সেনাবাহিনী জানিয়েছে, পাল্টা অভিযানে কুলিকোরো অঞ্চলে ১০০-র বেশি জঙ্গিকে খতম করা হয়েছে। বিমান হামলায় জঙ্গিদের ঘাঁটি ও লজিস্টিক ধ্বংস করা হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

এদিকে, পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় বামাকোতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস দেশটিতে থাকা ভারতীয়দের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। দূতাবাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, "নাগরিকদের বাড়ির ভিতরে থাকতে, সতর্ক থাকতে এবং স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলতে হবে।"

ভারত সরকার জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে এবং প্রয়োজনে পরবর্তী নির্দেশিকা জারি করা হবে।

পিয়ারাছড়ায় একদিবসীয় 'উত্তর প্রগতিশীল মিলন মেলা', বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য একাধিক পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২৮ এপ্রিল: উত্তর জেলা প্রশাসন ও কদমতলা ব্লকের উদ্যোগে মঙ্গলবার পিয়ারাছড়া বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত হল একদিবসীয় 'উত্তর প্রগতিশীল মিলন মেলা'। মূলত বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও সহায়তা পৌঁছে দিতেই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়।

সকাল প্রায় এগারোটায় শিবিরের উদ্বোধন করেন জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রান। উপস্থিত ছিলেন ব্লক আধিকারিক উৎপল দাস, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক হিমেন্দু বিকাশ পাল, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক দীপক হালদার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

উদ্বোধনের পর সমবেত ঝুমুর নৃত্য ও সমাজ সচেতনতামূলক নাটক পরিবেশিত হয়, যা উপস্থিত দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, কদমতলা ব্লকের অন্তর্গত ১৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষভাবে সক্ষম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করাই এই মেলার মূল উদ্দেশ্য। শিবিরে কয়েক শতাধিক উপভোক্তার উপস্থিতিতে আয় সার্টিফিকেট, স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। পাশাপাশি হুইলচেয়ার সহ বিভিন্ন সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়।

এছাড়াও, জেলার বিশিষ্ট চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়। বিভিন্ন লাইন দপ্তরের পক্ষ থেকে একাধিক স্টল বসিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরিষেবা প্রদান করা হয়।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখনও যেসব বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি ভাতা পাচ্ছেন না, তাদের ভাতা পাওয়ার ব্যবস্থাও এই শিবিরের মাধ্যমে করা হয়েছে। প্রচণ্ড বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে এই উদ্যোগ সফল হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

ক্রীড়াঙ্গন

ত্রিপুরা মনিপুরের ম্যাচও পরিত্যক্ত পিটিএজি-তে আজ সিকিম-নাগাল্যান্ড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামীকাল (বুধবার) সিকিম নাগাল্যান্ডের ম্যাচ রয়েছে। খেলা হওয়ার কথা পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে। ৪০ ওভারের ম্যাচ। শুরু হওয়ার কথা সকাল নয়টা থেকে। বৃষ্টি এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবুও অনুমান করা হচ্ছে আবহাওয়ার পরিস্থিতি ভালো হলে অবশ্যই সিকিম, নাগাল্যান্ড দু-দলই চাইবে প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে। কেননা গত ২৬ এপ্রিল পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে নাগাল্যান্ড মনিপুরের ম্যাচটি সুপার ওভার পর্যন্ত গড়িয়েও শেষ পর্যন্ত টাই হয়েছে। দু-দল ১২৪ করে রান সংগ্রহ করেছিল। সুপার ওভারেও দু-দলের সম-সংখ্যক ৫ করে রান হয়েছে। একই দিনে এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আসাম দশ উইকেটের ব্যবধানে অরুণাচল প্রদেশকে পরাজিত করেছিল। অরুণাচল প্রদেশ প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ২৬ ওভার ১ বল খেলে ৬৩ রানে ইনিংস শেষ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে আসাম ৫ ওভার খেলে কোন উইকেট না হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। এদিকে, সোমবার এমবিবি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ও সিকিমের ম্যাচ আউটফিল্ড ভেজা থাকার কারণে এবং আজ, মঙ্গলবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে ত্রিপুরা ও মনিপুরের ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়।

অল ইন্ডিয়া টেনিস এসো''র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুজিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।।ত্রিপুরা সহ নর্থ ইস্ট এর টেনিস জগতের জন্য বাড়তি পাওনা। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায় অল ইন্ডিয়া টেনিস এসোসিয়েশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।আজ সরকারিভাবে অল ইন্ডিয়া টেনিস এসোসিয়েশনের (এ আই টি এ) নতুন কার্যকরী কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়েছে।এদিকে ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায় অল ইন্ডিয়া টেনিস এসোসিয়েশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হওয়ার ত্রিপুরার পাশাপাশি নর্থ-ইস্ট এর টেনিস মহলে রীতিমতো সাড়া পড়েছে। ইতিমধ্যে নর্থ ইস্ট সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের টেনিস এসোসিয়েশন থেকে সুজিত রায়ের এই নতুন দায়িত্বের সংবাদে তাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

কুস্তি বিতর্কে না থেকেও আছেন ব্রিজভূষণ! আবার সরব বিনেশ ফোগাট, প্রতিযোগিতায় নামতে না দেওয়ার অভিযোগ

ভারতীয় কুস্তি সংস্থার সঙ্গে সংঘাতের জেরেই কুস্তি ছেড়েছিলেন। ২০ মাস পর আবার কুস্তিতে ফেরার চেষ্টা করছেন বিনেশ ফোগাট। কিন্তু ভারতের মহিলা কুস্তিগিরের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করছে কুস্তি সংস্থা। যদিও এই অভিযোগ মানতে চায়নি ফেডারেশন।

প্যারিস অলিম্পিক্সে সোনার লড়াইয়ে নামতে না পেরে কুস্তি থেকে অবসর নিয়েছিলেন বিনেশ। তিনি জানিয়েছেন, সামনের মাসে আয়োজিত জাতীয় ওপেন র‍্যাঙ্কিং প্রতিযোগিতায় নামতে চান। কিন্তু তার জন্য রেজিস্ট্রেশনই করতে পারছেন না। ভারতীয় কুস্তি সংস্থার ওয়েবসাইটে দেখাচ্ছে, রেজিস্ট্রেশন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ, গত ৮ এপ্রিল কুস্তি সংস্থা জানিয়েছিল, ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত নাম জমা দেওয়া যাবে।

১০-১২ মে উত্তরপ্রদেশের গোন্দায় নন্দিনীনগর মহাবিদ্যালয়ে আয়োজিত হবে জাতীয় র‍্যাঙ্কিং প্রতিযোগিতা। ভারতীয় কুস্তি সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংহ এই গোন্দারই সাংসদ ছিলেন। নন্দিনীনগর মহাবিদ্যালয় তিনিই তৈরি করেছেন। এই ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধেই ২০২৩ সালে মহিলা কুস্তিগিরদের হেনস্থা করার অভিযোগ উঠেছিল। তা নিয়ে উত্তাল হয়েছিল ভারত। দিল্লির যন্তরমন্তরে ধর্না দিয়েছিলেন বিনেশ, সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়ার মতো কুস্তিগিরেরা। আপাতত দিল্লির আদালতে সেই মামলা চলছে। ব্রিজভূষণ এখন ঝুঁ সংস্থার কোনও দায়িত্বে নেই। বর্তমান সভাপতি সঞ্জয় সিংহ। কিন্তু বিনেশদের অভিযোগ, এই সঞ্জয় ব্রিজভূষণের ডানহাত ছিলেন। ফলে বকলমে ব্রিজভূষণই এখনও ভারতীয় কুস্তি চালাচ্ছেন।

বিনেশ জানিয়েছেন, তিনি কুস্তি সংস্থার দফতরে ফোন করেছিলেন। কিন্তু কেউ ফোন তোলেননি। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-কে বিনেশ বলেন, ''আমি জাতীয় র‍্যাঙ্কিং প্রতিযোগিতায় প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করছি। ৩০ এপ্রিস পর্যন্ত নাম জমা দেওয়ার সময় ছিল। কিন্তু যখনই রেজিস্ট্রেশন করতে যাচ্ছি, ওয়েবসাইট জানাচ্ছে, তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি কুস্তি সংস্থার দফতরে ফোন করেছি। কিন্তু কেউ ফোন তোলেনি।''

কুস্তি সংস্থার সভাপতি সঞ্জয় পাল্টা দাবি করেছেন, কাউকে আটকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে না। তিনি বলেন, ''অনেক কুস্তিগিরের কাছেই আমরা অভিযোগ পেয়েছি যে, রেজিস্ট্রেশন করা যাচ্ছে না। প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে এটা হতে পারে। যারা নাম জমা দিতে পারছে না, তারা সরাসরি ফেডারেশনে যোগাযোগ করছে। তাদের সমস্যা মিটে যাচ্ছে। আমরা প্রতিযোগিতায় নামা থেকে কাউকে আটকাচ্ছি না। সকলের জন্য দরজা খোলা আছে।''

সঞ্জয় জানিয়েছেন, এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে ডাক পাওয়ার জন্য কুস্তিগিরদের কাছে এই প্রতিযোগিতায় শেষ সুযোগ। যাঁরা ২০২৫ সালের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ও ২০২৬ সালের ফেডারেশন কাপে নামতে পারেননি, তাঁরা এই প্রতিযোগিতায় নামার সুযোগ পাবেন। তবে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ও ফেডারেশন কাপে যাঁরা পদক জিতেছেন, তাঁদেরই সুযোগ দেওয়া হবে। এই প্রতিযোগিতায় পদক জিতলে এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে ডাক পাওয়া যাবে।

চলতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে হবে এশিয়ান গেমস। অক্টোবর মাসে রয়েছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। বিনেশের অভিযোগ, ফেডারেশন কাপেও ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁকে নামতে দেওয়া হয়নি। এশিয়ান গেমস ও কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী কুস্তিগির বলেন, ''আমি ফেডারেশন কাপে নামতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিয়ম বদলে দেওয়া হল। তাই নামতে পারলাম মা। আমার মনে হচ্ছে, ইচ্ছাকৃত ভাবে আমাকে আটকানো হচ্ছে।''

প্যারিস অলিম্পিক্সে মহিলাদের ৫০ কেজি বিভাগের ফাইনালে উঠেছিলেন বিনেশ। কিন্তু ফাইনালের দিন সকালে তাঁর ওজন ১০০ গ্রাম বেশি হওয়ায় প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়েন তিনি। সেই সময়ও কুস্তি সংস্থা ও ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থাকে নিশানা করেছিলেন বিনেশ। তার পরেই কুস্তি থেকে অবসর নেন তিনি। ২০ মাস পর বিনেশ জানিয়েছেন, ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্সে আবার নামতে চান তিনি। সেই কারণেই এই প্রতিযেগিতায় নামতে হবে তাঁকে। কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করতেই সমস্যা হচ্ছে তাঁর।

অস্মিতা সিটি লীগ ফুটবলে শিরোপা জিতলো স্পোর্টস স্কুল পানিসাগর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল: ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত অনূর্ধ-১৬ মহিলা ''অস্মিতা'' সিটি লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের আজ ছিল মেগা ফাইনাল। মঙ্গলবার বিকেল ৩টে নাগাদ আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এই শিরোপা দখলের লড়াইয়ে মুখোমুখি হয় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল (পানিসাগর) এবং খুম্পুই একাডেমি। মাঠের লড়াইয়ে শুরু থেকেই আধিপত্য বজায় রেখে খুম্পুই একাডেমিকে ৩-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নের মুকুট মাথায় তুলল পানিসাগর স্পোর্টস স্কুলের কন্যারা। খেলার প্রথমার্ধ থেকেই পানিসাগরের ফুটবলারদের আক্রমণাত্মক মেজাজ লক্ষ্য করা যায়, যার ফলস্বরূপ ম্যাচের ২২ মিনিটের মাথায় ব্রিজিয়া দেববর্মা গোল করে দলকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। খুম্পুই একাডেমি পাল্টা লড়াই করার চেষ্টা করলেও রক্ষণভাগের ভুলে ২৭ মিনিটের মাথায় ইউনিকি রিয়াং পানিসাগরের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন।ম্যাচের ৩৯ মিনিটে সানজিতা রিয়াংয়ের চমৎকার গোলটি খুম্পুই একাডেমির ফেরার সব পথ বন্ধ করে দেয় এবং ৩-০ গোলের বড় জয় নিশ্চিত করে। টুর্নামেন্ট শেষে বিজয়ী ও বিজিত দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন অ্যাসোসিয়েশনের পদাধিকারীরা, যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা। উমাকান্ত স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে উপস্থিত দর্শকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো, যা রাজ্যের মহিলা ফুটবলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়।

জেসিসি-কে ৫ উইকেটে হারিয়ে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের শিরোপা জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানটান উত্তেজনা আর বৃষ্টির ভ্রুকুটি কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত সমীরণ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ঘরে তুলল স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। মঙ্গলবার টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত মেগা ফাইনালে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবকে (জেসিসি) ৫ উইকেটে পরাজিত করে তারা শিরোপা নিশ্চিত করে। বৃষ্টির কারণে নির্ধারিত ২০ ওভারের ম্যাচ কমিয়ে ১২ ওভারের করা হয়। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে নির্ধারিত ১২ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৮৫ রান সংগ্রহ করে জয়নগর। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ২১ রান (২২ বল) করেন ঋতুরাজ ঘোষ রায়। স্ফুলিঙ্গের বোলারদের মধ্যে দুর্দান্ত নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেন দীপক কুমার মাহাতো, তিনি ৩ ওভারে মাত্র ১২ রান দিয়ে তুলে নেন ২ উইকেট। এছাড়া সৌরভ দাসও ১৭ রানে ২ উইকেট দখল করেন। জবাবে ৮৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ১১.৫ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়েই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় স্ফুলিঙ্গ। দলের জয়ের নায়ক ওপেনার সপ্তজিত দাস, যিনি ৩৩ বলে ৪৭ রানের একটি বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন (৬টি চার ও ১টি ছয়)। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন অলরাউন্ডার দীপক কুমার মাহাতো, যার ব্যাট থেকে আসে মূল্যবান ২৪ রান। জয়নগরের বোলার সানি সিং ১৫ রানে ২ উইকেট নিলেও তা দলকে হার থেকে বাঁচাতে পারেনি। বল হাতে ২ উইকেট এবং চাপের মুখে ২৪ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন স্ফুলিঙ্গের দীপক কুমার মাহাতো।

মাঠে বাড়তি ভিড়, নষ্ট হচ্ছে ক্রিকেটের 'পবিত্রতা'! বিসিসিআইকে পদক্ষেপের আর্জি গাভাসকরের

একের পর এক রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ। কোনওটায় ২৬৫ রান তাড়া করে দল জিতছে। কোনওটায় ১৫৫ রান তাড়া করাও সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু একটা বিষয়ে অত্যন্ত অখুশি সুনীল গাভাসকর। ম্যাচের সময় চলে যাচ্ছে ৪ ঘণ্টার উপর। মাঠের মধ্যে প্রচুর বাড়তি লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এগুলো ম্যাচের ক্ষতি করছে। তাই বিসিসিআইকে চিঠি লিখলেন গাভাসকর।

সাধারণত আইপিএলের ম্যাচ হয় তিন ঘণ্টায়। কিন্তু এবারের আইপিএলে অনেকগুলো ম্যাচ হয়েছে প্রায় ৪ ঘণ্টায়। যা দর্শকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছে। স্লো ওভার রেটের সমস্যা মেটাতে বোর্ড অধিনায়কদের আর্থিক জরিমানা করছে। এমনকী তাঁদের উপর নিষেধাজ্ঞাও নেমে আসছে। কিন্তু তাতেও সমাধান পাওয়া যানি। এবারই যেমন আরসিবি বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ম্যাচ হয়েছে ৪ ঘণ্টা ২২ মিনিটে। এর একটা কারণ খুঁজে পেয়েছেন গাভাসকর। তাঁর বক্তব্য, ম্যাচের বিভিন্ন বিরতিতে প্রচুর লোক মাঠে ঢুকে পড়েন। সেটা মাঠের 'পবিত্রতা' নষ্টের সঙ্গে সময়ও নষ্ট করে। তিনি বলেছেন, ''প্রায়শই দেখা যায়, রিজার্ভ খেলোয়াড়রা বাউন্ডারির কাছে থাকা ফিল্ডারকে জলের বোতল দেওয়ার জন্য অপ্রয়োজনীয়ভাবে মাঠে নেমে আসেন। এটা হতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ এর ফলে খেলা চলাকালীন, এমনকী ডেলিভারির মাঝেও, মাঠে ১১ জনের বেশি খেলোয়াড় থেকে যায়। স্ট্র্যাটেজিক টাইম-আউটের সময়েও প্রায়শই মাঠে প্রায় আধ ডজন লোককে দেখা যায়। এটা বাড়াবাড়ি। জল বহনকারী দুজন রিজার্ভ খেলোয়াড় এবং কোচিং স্টাফের দুজন সদস্য ছাড়া আর কাউকেই মাঠে নামার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।''

তিনি আরও বলছেন, ''আমি যদি পিচ রিপোর্ট বা কোনও টিভি শো না করি, তবে আমি খুব কমই মাঠে পা রাখি। আশা করি, বিসিসিআইও চাইবে মাঠে প্রবেশের ক্ষেত্রে যেন নির্দিষ্ট সীমা থাকে। দয়া করে খেলার মাঠের পবিত্রতা বজায় রাখুন।''

তাহলে কী করা উচিত? গাভাসকরের পরামর্শ, যেহেতু সব ব্যাটার ইতিমধ্যেই ডাগআউটে আছেন, তাই মাঠে প্রবেশের সময় দুই মিনিটের বদলে এক মিনিট করা যেতে পারে। এরপরও যদি কোনও ব্যাটার মাঠে নামতে দেরি করেন, তাহলে দু-একবার সতর্ক করার পর পেনাল্টি রান দেওয়া উচিত।''

কী হল কিছুই বুঝতে পারলাম না! বেঙ্গালুরুর কাছে লজ্জার হারের পর হতবাক দিল্লির অধিনায়ক অক্ষর

পর পর দু'ম্যাচে অবাক করেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। দু'দিন আগে ঘরের মাঠে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ২৬৪ রান করে হেরেছে তারা। দু'দিন পর সেই মাঠেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে মাত্র ৭৫ রানে অল আউট হয়ে গিয়েছে তারা। এই লজ্জার হারের পর হতবাক দিল্লির অধিনায়ক অক্ষর পটেলও।

খেলা শেষে অক্ষর বলেন, ''কী হল কিছুই বুঝতে পারলাম না। মাথায় কিছু ঢুকছে না। বুঝতে পারছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই হারগুলো মাথা থেকে বার করে দিতে হবে।'' দিল্লির ক্রিকেটারেরা কি হালকা ভাবে নিচ্ছেন প্রতিপক্ষকে? তার খেসারত দিতে হচ্ছে। তেমনটাই ইঙ্গিত অক্ষরের কথায়। তিনি বলেন, ''আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে একটা ক্যাচ ধরতে পারলে বা গুজরাতের বিরুদ্ধে একটা রান করতে পারলে পরিস্থিতি কী হত, তা ভাবলে চলবে না। প্রতিটা ম্যাচে লড়তে হবে। আইপিএলে সহজে জেতা যায় না। এটা খুব কঠিন প্রতিযোগিতা। প্রতিপক্ষকে হালকা ভাবে নিলে হবে না। অতীত ভুলে সামনের দিকে এগোতে হবে।''

আইপিএলের শুরুটা বেশ ভাল করেছিল দিল্লি। পর পর দু'ম্যাচ জিতেছিল তারা। পরের ছ'টি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটি হেরেছেন অক্ষরেরা। আট ম্যাচের মধ্যে তিনটি জিতে পয়েন্ট তালিকায় সাত নম্বরে দিল্লি। এই পরিস্থিতিতে দলকে ইতিবাচক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন অক্ষর। তিনি বলেন, ''নেতিবাচক মানসিকতা নিয়ে এগোনো যাবে না। আমাদের ইতিবাচক থাকতে হবে। হারের কথা ভুলে নতুন করে লড়াইয়ে নামতে হবে।''

সোমবার ঘরের মাঠে ব্যাট করতে নেমে ৪ ওভারের মধ্যে ৮ রানে ৬ উইকেট পড়ে গিয়েছিল দিল্লির। সেখান থেকে অভিষেক পোড়েল, ডেভিড মিলার ও কাইল জেমিসনের ব্যাটে কোনও রকমে সর্বনিম্ন রানে অল আউট হয়ে যাওয়ার লজ্জা কাটায় দিল্লি। ১৬.৩ ওভারে ৭৫ রানে অল আউট হয়ে যায় তারা। জশ হেজলউড ১২ রানে ৪ ও ভুবনেশ্বর কুমার ৫ রানে ৩ উইকেট নেন। রান তাড়া করতে বেশি সমস্যা হয়নি বেঙ্গালরুর। ৬.৩ ওভারে ৯ উইকেটে ম্যাচ জিতে যান বিরাট কোহলিরা।

দু'মাসও নেই, ভারতে কি আদৌ দেখা যাবে ফুটবল বিশ্বকাপ! এখনও আগ্রহ দেখায়নি কোনও সংস্থা

চাপ বাড়ছে ফিফার উপর। কোনও উত্তর নেই ফিফা প্রধান জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর কাছে। ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে আর ৫০ দিন বাকি। কিন্তু এখনও ভারতে বিশ্বকাপের সম্প্রচারস্বত্ব কেনেনি কেউ। ভারতে কি আদৌ দেখা যাবে বিশ্বকাপ? স্টার, সোনির মতো চ্যানেলগুলি আগ্রহ না দেখানোয় সমস্যা বাড়ছে।সমস্যা ম্যাচের সময় নিয়ে।১১ জুন থেকে আমেরিকা, মেক্সিকো ও কানাডায় শুরু হবে ফুটবল বিশ্বকাপ। না, ফুটবলের জনপ্রিয়তা বা দর্শকের সংখ্যা সমস্যা নয়। সমস্যা ম্যাচের সময়। আমেরিকা, মেক্সিকো ও কানাডায় খেলা হওয়ায় বেশির ভাগ ম্যাচ শুরু ভারতীয় সময় রাত ১২টার পর। রাত ১২.৩০, ৩.৩০, ভোর ৫.৩০ ও ৬.৩০-এ বেশির ভাগ খেলা রয়েছে। খুব কম খেলা রয়েছে রাত ৯.৩০। সকাল ৭.৩০ সময়ও কয়েকটি ম্যাচ রয়েছে। এই সময়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের চাহিদা কম।বড় দলের খেলা মধ্যরাতেভারতে মূলত ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার সমর্থক বেশি। পর্তুগাল, জার্মানি ও ইংল্যান্ডের সমর্থকও রয়েছেন। বড় দলগুলির বেশির ভাগ খেলা ভারতীয় সময় মধ্যরাত বা ভোরে। যেমন ব্রাজিলের গ্রুপ পর্বের তিনটি খেলার মধ্যে দু'টি রাত ৩.৩০ থেকে। নক আউট পর্ব অর্থাৎ, গ্রুপ অফ ৩২, গ্রুপ এফ ১৬-য় প্রতি দিন তিনটি করে ম্যাচ। শুরু ভারতীয় সময় রাত ১২.৩০, ৩.৩০ ও ভোর ৬.৩০। কোয়ার্টার ফাইনাল হবে রাত ১২.৩০ ও ৩.৩০। সেমিফাইনাল রাত ১.৩০ সময়। ফাইনাল শুরু হবে রাত ১২.৩০।বিদেশি ফুটবল দেখার যাঁদের অভ্যাস তাঁদের কাছে রাত ১২.৩০ ম্যাচ শুরু সাধারণ ঘটনা। কিন্তু তার পরে তাঁরাও খেলা দেখতে অভ্যস্ত নন। অত রাতে দর্শকের সংখ্যা কম থাকে। ফলে সম্প্রচারকারী চ্যানেল বিজ্ঞাপনের খরচ তুলতে পারবে না। সন্ধ্যায় খেলা হলে একটি ১০ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপনের যা খরচ, রাত ১২টার পর তা ১০ গুণ কমে যায়। রাত ৩.৩০ বা তার পর সেই খরচ আরও কমে। তাতেই হয়েছে সমস্যা।ফিফার প্রস্তাবভারতে বিশ্বকাপের সম্প্রচারের জন্য শুরুতে ৯৩৮ কোটি টাকার প্রস্তাব দিয়েছিল ফিফা। এই টাকায় সম্প্রচারস্বত্ব কিনলে ২০২৬ ও ২০৩০ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ দেখানোর অধিকার পাওয়া যেত। কিন্তু তাতে কেউ রাজি হয়নি। ফলে ফিফা নিজেই টাকার অঙ্ক কমিয়ে ৩২৮ কোটি টাকা করে। তাতেও কেউ আগ্রহ দেখাচ্ছে না। মনে করা হচ্ছে, টাকার অঙ্ক আরও কমিয়ে ২৩৪ কোটি টাকা করতে পারে ফিফা। তাতেও কি সমাধান মিলবে? অনিশ্চয়তা রয়েছে।ক্রিকেট-ফুটবলের তফাতভারতে ক্রিকেটের রমরমা। সে দেশের খেলাই হোক বা আইপিএল। ৩১ মে পর্যন্ত আইপিএল চলবে। আইপিএলে একটি ম্যাচের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে ১১৮ কোটি টাকা দেয় জিয়োহটস্টার। সেখানে তার দ্বিগুণ টাকায় দু'টি ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগও নিতে চাইছে না তারা। বোঝা যাচ্ছে, সমস্যার গভীরতা ঠিক কতটা।বিকল্প কমতার মধ্যে এক নতুন সমস্যাও রয়েছে। ভারতীয় বাজারে এখন খেলা দেখায় দু'টি সংস্থা। জিয়োস্টার ও সোনি। ইতিমধ্যেই স্টার স্পোর্টসকে নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছে জিয়ো। ফলে বেশি বিকল্পও নেই। তাই এই দুই সংস্থার হাতেই নির্ভর করছে ফিফার ভাগ্য।শেষ ভরসা দূরদর্শনযদি কোনও বেসরকারি চ্যানেল ফুটবল বিশ্বকাপের সম্প্রচার করতে না চায়, তা হলে ফিফার কাছে একটিই বিকল্প পড়ে থাকবে। তা হল প্রসার ভারতী। সরকারি চ্যানেল দূরদর্শনে এর আগেও ফিফা প্রতিযোগিতা দেখানো হয়েছে। ২০২৩ সালে আমেরিকার একটি চ্যানেল '১স্টেডিয়া'-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে মহিলাদের ফুটবল বিশ্বকাপ দেখিয়েছিল প্রসার ভারতী। সেই ভাবেই এ বারও বিশ্বকাপের সম্প্রচার করতে পারে তারা। কিন্তু তাতে মুখ পুড়বে ফিফার। ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধের সাক্ষী ভারতের দর্শকেরা থাকতে না পারলে সমস্যায় পড়বেন ইনফান্তিনোও।

রঘুবংশীকে বিতর্কিত আউট করার জন্য শামিকে বুদ্ধিমান ক্রিকেটারের পুরস্কার লখনউয়ের, রেগে লাল কলকাতার সমর্থকেরা!

কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচের পর মহম্মদ শামিকে বিশেষ একটি পুরস্কার দিয়েছেন লখনউ সুপার জায়ান্টস কর্তৃপক্ষ। সাজঘরে ল্যান্স ক্লুজনার পুরস্কার তুলে দিয়েছেন বাংলার জোরে বোলারের হাতে। তা দেখে রেগে লাল নাইট সমর্থকদের একাংশ।

রবিবার ইনিংসের শেষ বলে কার্তিক ত্যাগীকে ছক্কা মেরে ম্যাচ সুপার ওভারে নিয়ে যান শামি। তার পরও কেকেআরের বিরুদ্ধে জিততে পারেননি ঋষভ পন্থেরা। খেলা শেষ হওয়ার পর সাজঘরে শামিকে দেওয়া হয়েছে 'বেস্ট আইকিউ অ্যাওয়ার্ড'। সেরা বুদ্ধিমান ক্রিকেটার হিসাবে শামিকে বেছে নিয়েছেন লখনউ কর্তৃপক্ষ। চাপের মুখে ইনিংসের শেষ বলে ছক্কা মারার জন্য শুধু নয়, তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়েছে কেকেআর ব্যাটার অঙ্গকৃশ রঘুবংশীকে আউট করার জন্যও।

ফিল্ডিংয়ে বাধা দেওয়ার জন্য আউট হন রঘুবংশী। খুচরো রান নিতে গিয়ে ফেরার সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে দিক পরিবর্তন করেন তিনি। উইকেট লক্ষ্য করে শামির ছোড়া বল ঝাঁপিয়ে পড়া রঘুবংশীর প্যাডে লেগে আটকে যায়। কেকেআর ব্যাটার ক্রিজে পৌঁছে গেলেও ফিল্ডিংয়ে বাধা দেওয়ার জন্য লখনউ আউটের আবেদন করে। অধিনায়ক পন্থ প্রথমে আউটের আবেদন করেননি। শামি বলার পর আবেদন করেন পন্থ। রিপ্লে দেখে তৃতীয় আম্পায়ার রঘুবংশীকে আউট ঘোষণা করেন। তাঁর মনে হয়েছে, রঘুবংশীর নজর ছিল বলের দিকে। শামি বল ছুড়ছেন দেখে রঘুবংশী ইচ্ছাকৃত ভাবে ক্রিজে ফেরার পথ পরিবর্তন করেছেন।

খেলা শেষে সাজঘরে ক্লুজনার বলেন, ''যে খেলোয়াড় ক্রিজে ফিরতে চাওয়া ব্যাটারকে বুদ্ধি করে রান আউট করেছে এবং প্রচন্ড চাপের মুখে ঠান্ডা মাথায় শেষ বলে ছয় মেরে আশা তৈরি করেছে, তাকেই ম্যাচের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয়েছে।'' কথা শেষ করার পর লখনউয়ের সহকারী কোচ পুরস্কার তুলে দেন শামির হাতে। পুরস্কার দেওয়ার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন লখনউ কর্তৃপক্ষ।

ভিডিয়ো দেখে রেগে লাল কেকেআর সমর্থকদের একাংশ। তারা লখনউয়ে সততা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের দাবি, ক্লুজনারের বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার শামি উইকেট নয়, রঘবংশীকে লক্ষ্য করেই বল ছুড়েছিলেন। ফর্মে থাকা ব্যাটারকে ইচ্ছাকৃত ভাবে আউট করা হয়েছে। উল্লেখ্য ওই ঘটনার জন্য রঘুবংশীর বিরুদ্ধেই আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। তাঁকে জরিমানাও করা হয়েছে।

টিসিএ-র তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হতে চলেছে আগামী ৩০ এপ্রিল। বিগত দিনের মতো এবারও এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে চলেছে মোট ১৪ টি দল। দলগুলিকে ইতিমধ্যে টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এ গ্রুপে রয়েছে ব্লাড মাউথ, চলমান সংঘ, ইউ বি এস টি, হার্ভে,ওপিসি, স্ফুলিঙ্গ ও শতদল সংঘ। অন্যদিকে বি গ্রুপে রয়েছে জেসিসি, মৌচাক, পোলস্টার, বিসিসি, সংহতি, কসমোপলিটন ও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে, নরসিংগড়ে টিআইটি মাঠ, নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ড ও এম বি বি স্টেডিয়ামে। প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হবে দুটি ম্যাচ। তাতে মেলাঘরে লড়বে চলমান সংঘ ও ইউনাইটেড বি এস টি। অন্যদিকে নরসিংগড় টি আই টি মাঠে মুখোমুখি হবে মৌচাক ও পোলস্টার। নকআউট এই টুর্নামেন্টের দুই গ্রুপের সেরা দুটি দল ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হবে আগামী ১০ মে। শিরোপা দখলের এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়ামে।

ধর্মনগরে চাঞ্চল্যকর চুরি, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার, উদ্ধার নগদ অর্থ ও সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৮ এপ্রিল: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার কলেজ রোডস্থিত জামিরালা এলাকায় এক চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী মহঃ কাজল মিয়ার দোকানে সংঘটিত এই চুরির ঘটনায় ইতিমধ্যেই এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে ধর্মনগর থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ২৪ এপ্রিল ভুক্তভোগী দোকান মালিক ধর্মনগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ অনুযায়ী, তার দোকান থেকে বিপুল পরিমাণ পণ্যসামগ্রী সহ নগদ ১১ হাজার ২০০ টাকা চুরি হয়ে যায়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ২০২৬ ডিএমএন, ২৪/০৪/২০২৬ নম্বর মামলা রুজু করে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর ৩২৯(৪)/৩০৫(এ)/৩(এস) ধারায় তদন্ত শুরু করে। তদন্ত চলাকালীন গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ দ্রুত অভিযান চালায়। ধর্মনগর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা কম্পু শুক্ল দাস (৩৩), পিতা কৃষ্ণ গোপাল শুক্ল দাসের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। পরে জানা যায়, অভিযুক্ত তার শ্বশুরবাড়িতে লুকিয়ে ছিল। সেখান থেকেই তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। পুলিশের তৎপরতায় পশ্চিম চন্দ্রপুর এলাকার একটি দোকান থেকে চুরি যাওয়া বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি নগদ ১১ হাজার ২০০ টাকাও উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

এই প্রসঙ্গে ধর্মনগর থানার অফিসার-ইন-চার্জ মিনা দেববর্মা জানান, "এই ঘটনার সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে। তাদের গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।"

ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলেও পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং খুব শীঘ্রই বাকি অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী পুলিশ।

ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতা, খোয়াইয়ে বাড়ি দখল করল ব্যাংক, বিপাকে পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৮ এপ্রিল: ব্যাংক ঋণ সময়মতো পরিশোধ না করায় খোয়াইয়ের হরি মন্দির সংলগ্ন এলাকায় এক পরিবারের বাড়ি দখল করল পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়, বিপাকে পড়েছেন সংশ্লিষ্ট পরিবার।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রয়াত সরকারি কর্মচারী দিলীপ সরকারের তিন সন্তান ব্যাংক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। তবে নির্ধারিত সময়ে ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় ব্যাংক আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বাড়িটি দখল করে নেয়।

পরিবারের সদস্যদের দাবি, এই ঘটনার ফলে তারা কার্যত মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়েছেন। বিশেষ করে পরিবারের সদস্য শান্তনু সরকার অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন। তার সঙ্গে রয়েছেন স্ত্রী ও একটি ছোট সন্তান। হঠাৎ করে বাড়ি হারিয়ে কোথায় যাবেন, তা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন তারা। ঘটনার দিন ব্যাংকের পক্ষ থেকে বাড়ি দখল নেওয়ার সময় পরিবারের সদস্যরা ভেঙে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে এলাকাবাসীরাও গভীরভাবে মর্মাহত ও হতভম্ব হয়ে পড়েন। এলাকাবাসীর একাংশের মতে, এ ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে এড়াতে ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের ক্ষেত্রে সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। অন্যদিকে, মানবিক দিক বিবেচনা করে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবিও তুলেছেন অনেকেই।

কমরেড নেপাল দেবনাথ প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ এপ্রিল: কমরেড নেপাল দেবনাথ প্রয়াত।আজ আগরতলা ক্যান্সার হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। ১৯৭৭সালে প্রয়াত কমরেড অনিল সরকারের হাত থেকে এজিএম হন।তারপর থেকে অমরপুর মহকুমার অন্যতম নির্ভরযোগ্য দক্ষ সংগঠক নেতৃত্ব হয়ে উঠেন। লড়াই-এর ময়দানে কমরেড অত্যন্ত সাহসী নির্ভিক ছিলেন।ছিলেন নুতনবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। পার্টি নুতনবাজার অঞ্চল কমিটির সম্পাদক, সিপিআইএম অমরপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ২২তম পার্টি সম্মেলন থেকে বিভিন্ন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন।তিনি অমরপুর মহকুমার কৃষক সভা সংগঠনের মহকুমা কমিটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মহকুমায় ক্ষেতমজুর সংগঠন তৈরী করতে মুখ্য ভুমিকা নিয়েছেন।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই সংগঠনের মহকুমা কমিটির সদস্য ছিলেন। মৃত্যুর সংবাদ শুনার পর অমরপুর মহকুমা সি পি এম সমর্থিত মহলে শোকের ছায়া।মৃত্যু কালে বয়স হয়েছিল আনুমানিক ৬৮বছর।

কৈলাসহরে বাঁধ সংস্কারে গাফিলতির অভিযোগ, জলমগ্ন কালীপুর, ক্ষোভে সরব কাউন্সিলর ও এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৮ এপ্রিল: টানা তিন দিনের প্রবল বর্ষণে কার্যত জলমগ্ন হয়ে পড়েছে কৈলাশহর পুরপরিষদের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কালীপুর এলাকা। বাঁধ সংস্কারে গাফিলতির অভিযোগ তুলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ও কাউন্সিলর সিদ্ধার্থ রায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকায় একটি বাঁধ সংস্কারের জন্য কিছুদিন আগে মাটি ফেলা হয়েছিল। তবে কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখায় বৃষ্টির জলে সেই মাটি ধুয়ে গিয়ে রাস্তা কর্দমাক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে যান চলাচল সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়েছে, এমনকি সাধারণ মানুষের পায়ে হেঁটে চলাচল করাও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

শুধু রাস্তা নয়, জল ঢুকে পড়েছে একাধিক বাড়িতেও। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার সুইচগেট পরিষ্কার করা হয়নি এবং গেটের ঢাকনাগুলোও ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। এর ফলে জল নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে গোটা এলাকা জলাবদ্ধতায় ভুগছে।

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মঙ্গলবার দুপুরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন কাউন্সিলর সিদ্ধার্থ রায় ও স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা জানান, কয়েক মাস আগে ফ্লাড কন্ট্রোল দপ্তরে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি 'সিএম হেল্পলাইন'-এও বিষয়টি জানানো হয়, কিন্তু তাতেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে বাঁধ সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ করা, সুইচগেট পরিষ্কার করা এবং জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা উন্নত করা হোক। অন্যথায় ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা।

বৃষ্টির জেরে বিপত্তি, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ড্রেনে উল্টে গেল ই রিক্সা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৮ এপ্রিল: টানা বৃষ্টিতে নাজেহাল কৈলাসহর। আর এই বৃষ্টির মধ্যেই শহরের পাইতুরবাজার বিওসি সংলগ্ন এলাকায় ঘটল এক বিপত্তি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী টুকটুক সোজা গিয়ে পড়ল বৃষ্টির জলে থৈ থৈ করা ড্রেনে। চালকের মদমত্ত অবস্থায় থাকার কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে দাবি স্থানীয়দের।

গত তিন দিন ধরে জেলাজুড়ে চলছে প্রবল বর্ষণ। বৃষ্টির জলে কৈলাসহরের ড্রেনগুলো এখন কানায় কানায় পূর্ণ। আজ দুপুরে পাইতুরবাজার বিওসি এলাকায় আচমকাই একটি ই রিক্সা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের গভীর ড্রেনে পড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে, স্থানীয় পথচলতি মানুষ ভিড় জমান ঘটনাস্থলে।

ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি এগিয়ে আসেন এবং দড়ি বেঁধে ড্রেন থেকে ই-রিক্সাটিকে টেনে তোলার চেষ্টা শুরু করেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ড্রেন থেকে উদ্ধার করা হয় যানটিকে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুর্ঘটনার সময় ইরিক্সা চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। বৃষ্টির কারণে পিচ্ছিল রাস্তা এবং চালকের অসতর্কতার ফলেই এই দুর্ঘটনা। তবে বড়সড় কোনো হতাহতের খবর মেলেনি। চালক সামান্য চোট পেলেও সুরক্ষিত আছেন।

কালবৈশাখীর তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্থ গোমতী জেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ এপ্রিল: আজ সকালের কালবৈশাখীর তান্ডবে উদয়পুর মহকুমা বিভিন্ন অঞ্চল সহ গোমতী জেলার বিভিন্ন মহকুমাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।সকালের কালবৈশাখী তাণ্ডবে মানুষের বাড়িঘর, স্কুলের শ্রেণীকক্ষ, মিড ডে মিলের রান্নাঘর সহ, মিড ডে মিল খাওয়ার ঘরের ব্যাপক ক্ষতি হয়।বিশাল আকারের গাছ ভেঙ্গে জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক এবং গ্রামীণ রাস্তাগুলো ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

রাস্তার দুই দিকেই অনেক যাত্রীবাহী এবং ব্যক্তিগত যানবাহন আটকে পড়ে।পরবর্তী সময়ে মহকুমা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছা সেবি সংস্থার পক্ষ থেকে যানজট ও অবরুদ্ধ রাস্তা মুক্ত করতে এগিয়ে আসেন। দিনভর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মানুষের চলাচলে সুযোগ করে দিতে এবং বিভিন্ন বাড়ি ঘরের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়। উদয়পুর কাকরাবন ,জামজুরি, মুড়াপাড়া পশ্চিম খিলপাড়া ,চন্দ্রপুর প্রভৃতি এলাকায় ঝড়ের তান্ডবে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। কাকরাবন বসন্তনগরের সন্ধ্যা মজুমদারের বাড়িতে বিশাল আকার গাছ ভেঙে পড়ে। বসত ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম , জলের টেংকপায়খানা ও প্রস্রাবাগার সহ ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সন্ধ্যা মজুমদারের পরিবারটিকে সাহায্যের জন্য এলাকাবাসীরা দাবি রাখেন।মুড়পাড়া এলাকার এক অসহায় পরিবারের বসতঘরের উপর বিশাল আকারের গাছ ভেঙে পড়ে, ফলে মা ও ছেলেকে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা টেপানিয়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন।

উত্তর জেলায় বেআইনি কার্যকলাপ বৃদ্ধির অভিযোগ পুলিশ সুপারের কাছে সাংবাদিকদের ডেপুটেশন

আগরতলা, ২৮ এপ্রিল: উত্তর ত্রিপুরা জেলায় বেআইনি ও অসামাজিক কার্যকলাপ উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছেএই অভিযোগ তুলে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করলেন সাংবাদিকদের একটি সম্মিলিত প্রতিনিধি দল।

মঙ্গলবার জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে গিয়ে প্রতিনিধি দলটি লিখিতভাবে তাদের উদ্বেগের কথা তুলে ধরে। ডেপুটেশনে উল্লেখ করা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে জেলার বিভিন্ন এলাকায় মাদকদ্রব্য পাচার, ইয়াবা ট্যাবলেট, কফ সিরাপ, গাঁজা, জুয়া চক্র, বেআইনি মদ, বার্মিজ সিগারেট এবং গরু পাচারের ঘটনা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এর ফলে বর্তমান প্রজন্মের পাশাপাশি আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়েও গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

সাংবাদিকদের অভিযোগ, অসম ও মিজোরাম সীমান্তবর্তী বিভিন্ন রুট ব্যবহার করে এসব বেআইনি পণ্য উত্তর জেলায় প্রবেশ করছে। বিশেষ করে বার্মিজ সিগারেট ও গরু সংগঠিত চক্রের মাধ্যমে উত্তর জেলা পেরিয়ে ঊনকোটি জেলা ও অন্যান্য সীমান্তবর্তী এলাকায় পাচার করা হচ্ছে।

ডেপুটেশনে আরও বলা হয়, দামছড়া, পানিসাগর, কাঞ্চনপুর, পেঁচারথল, কুমারঘাট এবং কৈলাশহর এলাকাকে পাচারের গুরুত্বপূর্ণ রুট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি, কিছু অসাধু ব্যক্তি সম্মানজনক পেশার আড়ালে থেকে এই বেআইনি চক্র পরিচালনা করছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়। তাদের দ্রুত চিহ্নিত করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে বেআইনি পাচার রোধে দ্রুত তদন্ত শুরু করে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়। এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করে জানান, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ডেপুটেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা গোটা বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন এবং প্রশাসনের সক্রিয় হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

পঞ্চায়েত ধরোহর উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ের প্রকাশনায় ত্রিপুরার গ্রামীণ ঐতিহ্যের উজ্জ্বল উপস্থাপনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল: ভারত সরকারের পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক, ত্রিপুরা সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন (পঞ্চায়েত) বিভাগের সহযোগিতায়, ''গ্রামীণ ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী স্থান ও দর্শনীয় স্থানসমূহের উপর একটি মনোগ্রাফ'' শীর্ষক একটি চিত্রসম্বলিত প্রকাশনা জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উপলক্ষে গত ২৪ শে এপ্রিল নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে উন্মোচিত হয়েছে। এই মনোগ্রাফটি গ্রামীণ ত্রিপুরার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক, স্থাপত্যিক এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্যকে নথিভুক্ত ও প্রচারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পঞ্চায়েত স্তরে সংকলিত এই প্রকাশনায় রাজ্যের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা ও দর্শনীয় স্থানসমূহের বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যা ত্রিপুরার বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতিফলন ঘটায়।

পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের পঞ্চায়েত ধরোহর উদ্যোগের অধীনে প্রস্তুত এই উদ্যোগটি পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলার জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সংবিধান অনুযায়ী পঞ্চায়েতের নিকট ন্যস্ত ২৯টি বিষয়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ায়, এই উদ্যোগটি তৃণমূল স্তরে ঐতিহ্য সংরক্ষণে অংশগ্রহণকে আরও জোরদার করে এবং সংস্কৃতি মন্ত্রকের ''মেরা গাঁও মেরি ধরোহর'' পোর্টালের জন্য মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে। ত্রিপুরায় এই উদ্যোগটি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এবং পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মনের দূরদর্শী দিকনির্দেশনার ফলে বিশেষ গতি পেয়েছে। গ্রামীণ ইকো-ট্যুরিজমের প্রসারে তাঁদের বিশেষ গুরুত্বারোপ এই ধরনের প্রচেষ্টাকে একটি সুস্পষ্ট কৌশলগত দিশা প্রদান করেছে। তাঁদের নেতৃত্ব গ্রামীণ ঐতিহ্যকে টেকসই পর্যটন, জীবিকা সৃষ্টির সুযোগ এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হয়েছে।

গ্রামীণ ইকো-ট্যুরিজমের প্রসারে তাঁদের বিশেষ গুরুত্বারোপ এই ধরনের প্রচেষ্টাকে একটি সুস্পষ্ট কৌশলগত দিশা প্রদান করেছে। তাঁদের নেতৃত্ব গ্রামীণ ঐতিহ্যকে টেকসই পর্যটন, জীবিকা সৃষ্টির সুযোগ এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হয়েছে। এই মনোগ্রাফটি অজানা ও অনাবিষ্কৃত পর্যটন স্থলসমূহকে তুলে ধরতে এবং ত্রিপুরার গ্রামীণ অঞ্চলে ইকো-ট্যুরিজম ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করতে একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই প্রকাশনাটি পঞ্চায়েত, গ্রন্থাগার এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হবে এবং পঞ্চায়েতগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হবে, যাতে তারা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য স্থানীয় ঐতিহ্যকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারে।

একই অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত ধরোহর উদ্যোগের অধীনে আরও দুটি প্রকাশনা ''তিরুপতির গ্রামীণ ঐতিহ্যের উপর একটি মনোগ্রাফ'' এবং ''উত্তরকাশী: সৌম্য কাশী-হিমালয়ের ঐতিহ্যের আত্মা''-উন্মোচন করা হয়।

এই সমস্ত উদ্যোগ প্রধানমন্ত্রীর ''বিকশিত ভারত ২০৪৭'' রূপকল্প এবং নয়টি জন-সংকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার মধ্যে ''দেশ দর্শন'' এবং ''ভোকাল ফর লোকাল'' অন্তর্ভুক্ত। এই উদ্যোগগুলিতে জনঅংশগ্রহণ (জন-ভাগিদারি), স্থায়ী উন্নয়ন এবং দেশীয় ঐতিহ্য ও স্থানীয় অর্থনীতির প্রসারের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

অস্থায়ী বাঁধে জলবন্দি রুদ্রসাগর, ফসল রক্ষায় সড়ক অবরোধে কৃষকরা

মেলাঘর, ২৮ এপ্রিল: অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণের জেরে প্রবল বর্ষণে মেলাঘরের রুদ্রসাগরের জলস্তর ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন এলাকার কৃষকরা। গত দুদিনের টানা বৃষ্টিতে সাগরের পার্শবর্তী বিস্তীর্ণ কৃষিজমি জলের তলায় তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ফলে ফসল ঘরে তোলার আগেই প্রায় দু' থেকে আড়াই হাজার কৃষকের কানি কানি জমির ফসল নষ্ট হওয়ার ভয় দেখা দিয়েছে।

কৃষকদের অভিযোগ, বিষয়টি বারবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে সোমবার সোনামুড়া-আগরতলা মূল সড়কের বটতলী সুইচ গেট সংলগ্ন এলাকায় সড়ক অবরোধে বসেন ক্ষুব্ধ কৃষকরা। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলা এই অবরোধের জেরে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় পথচলতি যানবাহন ও যাত্রীদের।

বর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান সোনামুড়া থানার ওসি তাপস দাস। তিনি অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি সামাল দেন এবং দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন। পরবর্তীতে তাৎক্ষণিকভাবে ড্রেজার এনে অস্থায়ী বাঁধ খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে কৃষকরা দ্রুত ফসল ঘরে তুলতে পারেন। ওসির আশ্বাস ও প্রশাসনের পদক্ষেপে সন্তুষ্ট হয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করেন কৃষকরা।

রাজনগর বিবেকানন্দ ক্র্যাফট এবং সাংস্কৃতিক মিলনায়তনে বি আর আম্বেদকরের ১৩৬ তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ এপ্রিল: রাজনগর বিবেকানন্দ ক্র্যাফট এবং সাংস্কৃতিক মিলনায়তনে জেলা কল্যাণ আধিকারিক কার্যালয়ের উদ্যোগে পালিত হলো ডক্টর বি আর আম্বেদকরের ১৩৬ তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক মোহম্মদ হাবিজ উদ্দীন, জেলা কল্যাণ অধিকারীক কৃষ্ণ প্রসাদ পাল, ডি সি এম বিনয় দাস, বি ডি ও রাজনগর বিদ্যাসাগর ত্রিপুরা, রাজনগর ব্লক এস সি সাব কমিটির চেয়ারম্যান জয়দেব সরকার সমেত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলন ও বাবা সাহেবের প্রতিকৃতিতে ফুল পুষ্পার্ঘ নিবেদনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সাথে ছিল কলোনি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের পরিবেশীত রাষ্ট্র গীতের মধ্যে দিয়ে। রাষ্ট্রীয় গীত বন্দেমাতরম গানের শেষে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন জেলা কল্যাণ আধিকারিক কৃষ্ণপ্রসাদ পাল, তিনি শুরুতে সম্মানিত অতিথি থেকে শুরু করে অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রত্যেককে জেলা কল্যাণ আধিকারিক কার্যালয়ের পক্ষ থেকে এই দুর্যোগপূর্ন আবহাওয়ায় উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য ধন্যবাদ ও স্বাগত জানান এবং বাবা সাহেবকে স্মৃতি তর্পন করেন।

অনুষ্ঠানে প্রত্যেক বক্তারা বাবা সাহেবের স্তুতি পাঠ করতে গিয়ে তার জীবনের নানান কর্মকাণ্ডের দিক তুলে ধরেন, বিশেষ করে ওনার বর্ণ বাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই এর কথা তুলে ধরেন, তুলে ধরেন শৈশবস্থায় স্কুল জীবনে ছুত মার্গের কথা, কি যন্ত্রনাটাই না পোহাতে হয়েছিল সেই সময়। সব কিছুর বিরুদ্ধে তার আপোষহিন লড়াই তাকে মহামানবের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল।

পিছিয়ে পরা মানুষদের কাছে তিনি ছিলেন ঈশ্বর সম, আজকের যে সংবিধান, সেই সংবিধানের উনি রুপকারও, ওনার সম্পর্কে বলে শেষ করা যাবে না স্মরনের এই বালুকাবেলায় আমরা তাকে নত মস্তকে সালাম জানাচ্ছি। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের পরিবেশিত নাচ গান যোগা ও কুইজ সম্পন্ন হয়। বাবা সাহেবের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বোসে আঁকো ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা মূলক খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় যারা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হয়েছে তাঁদের হাতে সম্মানিত অতিথিগণ পুরস্কার তুলে দেন।

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে তছনছ বিউটি পার্লার, বিপাকে স্বাবলম্বী মহিলা

আগরতলা, ২৮ এপ্রিল: মঙ্গলবার সকালে আকস্মিক কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ল বামুটিয়া ব্লকের পশ্চিম বামুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ড। ঝড়ের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু বাড়িঘর ও জীবিকার উপকরণ।

এরই মধ্যে সবচেয়ে বড় ধাক্কা লাগে স্থানীয় এক স্বাবলম্বী মহিলা টিনা বিশ্বাসের ওপর। তার আয়ের একমাত্র উৎস ছিল একটি ছোট বিউটি পার্লার, যা কালবৈশাখীর দাপটে সম্পূর্ণ ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে বহু বছরের পরিশ্রমে গড়ে তোলা জীবিকা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গভীর অনিশ্চয়তায় পড়েছেন তিনি।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সূত্রে জানা যায়, পার্লারের সরঞ্জাম ও কাঠামো মিলিয়ে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বর্তমানে কীভাবে পুনরায় কাজ শুরু করবেন, তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন টিনা বিশ্বাস।

এই ঘটনার পর সরকারিভাবে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে টিনা বিশ্বাসের স্বামী পরিতোষ বিশ্বাস জানান, "এই পার্লারই আমাদের একমাত্র আয়ের উৎস ছিল। ঝড়ে সব শেষ হয়ে গেছে। আমরা সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি, যাতে আবার নতুন করে শুরু করতে পারি।" এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াক প্রশাসন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হোক।

৯ মে থেকে সাব্রুমে বৈশাখী মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৮ এপ্রিল: সাব্রুম বৈশাখী মেলাকে সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আজ সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে এক প্রস্তুতি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক মাইলায়ু মগ। এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন সাতচান্দ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রভাষ লোধ, সারুম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রমা পোদ্দার দে, এম.ডি.সি. কংজং মগ, সাব্রুম মহকুমার মহকুমা শাসক সুমন রক্ষিত, সাবুম নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন দীপক দাস এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ৯ মে থেকে ১৮ মে পর্যন্ত ১০দিনব্যাপী সাব্রুম বৈশাখী মেলা সারুম মেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। এই মেলায় বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রদর্শনী স্টল খোলা হবে। এছাড়া ১০ দিনব্যাপী মেলায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় রাজ্যের বিভিন্ন শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।।

সমাজে অস্পৃশ্যতা ও অশিক্ষা দূর করার জন্য আম্বেদকর সারা জীবন লড়াই করেছেন: তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল: ভারতরত্ন ড. বি.আর, আম্বেদকর ছিলেন একজন দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারক। তিনি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সংবিধান আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। সমাজে অস্পৃশ্যতা ও অশিক্ষা দূর করার জন্য আম্বেদকর সারা জীবন লড়াই করে গেছেন। তাই ড. আম্বেদকরের আদর্শ, চিন্তাধারা, মত ও পথ নতুন প্রজন্মকে অনুসরণ করতে হবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং হলে ড. বি.আর. আম্বেদকরের ১৩৬তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ড. বি.আর. আম্বেদকর এবং জাতীয় সংহতি শীর্ষক আলোচনাচক্রে প্রধান অতিথির ভাষণে তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর এবং পশ্চিম জেলা প্রশাসন যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ড. আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস ড. আম্বেদকরের শৈশব, কৈশোর, শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবন তুলে ধরে বলেন, নানা প্রতিকূল পথ অতিক্রম করে ড. আম্বেদকর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাই যে সকল ব্যক্তি দেশে মহান হয়েছেন তাদের বিষয়ে বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদেরকে জানতে হবে। কেননা, যারা ইতিহাসকে জানে না, তারা ইতিহাস রচনা করতে পারে না।

তিনি বলেন, ড. আম্বেদকর সারা জীবন দেশের অস্পৃশ্যতা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অসাম্য ও নারী শিক্ষার জন্য আন্দোলন করে গেছেন। তিনি বলতেন, জ্ঞানের দ্বারা অন্ধকার ও অজ্ঞানতাকে দূর করা যায়। শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি আন্দোলন যা অন্ধকার থেকে ব্যক্তিকে আলোর দিকে নিয়ে যায়। রাজ্যে শিক্ষার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর রাজ্যের তপশিলি জাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার উন্নয়নে প্রি ম্যাট্রিক ও পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপের সংস্থান রেখেছে। এছাড়া এই দপ্তর তপশিলি জাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের এম.বি.বি.এস, ইঞ্জিনিয়ারিং, ফরেস্ট্রি, বি.এড, প্রভৃতি কোর্সে পড়াশোনার জন্য আর্থিক সহায়তা করছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব গড়ে নিজেকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।অনুষ্ঠানে রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, ড. আম্বেদকর ভারতবর্ষ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করে এক নতুন পথ দেখিয়ে গেছেন। ড. আম্বেদকর সমাজকে একত্রিত করার জন্য লড়াই করে গেছেন। তিনি দেশের সংবিধানে নারীদের জন্য অধিকার দিয়ে গেছেন। সাংসদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ড. আম্বেদকরের আদর্শ অনুসরণ করে কাজ করছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ড. আম্বেদকরের শিক্ষা, দীক্ষা, চৈতন্যভূমি, মহাপরিনির্বাণস্থল সহ মোট ৫টি স্থানকে পঞ্চতীর্থ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সভাপতির ভাষণে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল ড. আম্বেদকরের বিষয়ে অধ্যয়ন করার আহ্বান জানান। তিনি ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য স্থির রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন নরসিংগড়স্থিত টি.আই.টি.র অধ্যাপক জয়ন্ত চক্রবর্তী। স্বাগত বক্তব্যে তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. দীপা ডি. নায়ার বলেন, ড. আম্বেদকর ছিলেন সংবিধানের স্থপতি। তাঁর জীবনের মূল তিনটি মন্ত্র ছিল শিক্ষিত হও, সংগঠিত হও এবং সংঘর্ষ করো।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অরূপ দেব এবং তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা জয়ন্ত দে। অনুষ্ঠানের আগে তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সহ অতিথিগণ ড. আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

এদিকে, এবছর ড. আম্বেদকর স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন ধলাই জেলার হালাহালির প্রাক্তন শিক্ষাবিদ ক্ষিতিশ দাস। অসুস্থতার জন্য তিনি অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি। পরে দপ্তর থেকে তাকে মানপত্র ও ২৫ হাজার টাকার চেক দেওয়া হবে। এছাড়া আজ এই অনুষ্ঠানে তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সহ অতিথিগণ বিদ্যালয়স্তরে রাজ্যভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় (নবম থেকে দ্বাদশ) ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারী রাজদ্বীপ পাল, নিপু দাস এবং প্রিন্স দাসকে যথাক্রমে ১০ হাজার টাকা, ৭ হাজার টাকা এবং ৫ হাজার টাকার চেক ও মানপত্র দিয়ে পুরস্কৃত করেন। এছাড়া মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারী ইনো অধিকারী, অংশিতা চৌধুরী এবং মোনালি দেবনাথকে অতিথিগণ যথাক্রমে ১০ হাজার টাকা, ৭ হাজার টাকা এবং ৫ হাজার টাকার চেক ও মানপত্র দিয়ে পুরস্কৃত করেন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পীগণ। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ড. আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে একটি স্মারক গ্রন্থের আবরণ উন্মোচন করেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas